বাংলা দৈনিক
# জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>254 >>12 Ashar 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৫৪ >> << ১২ ই, আষাঢ় ১৪৩০>>

**তালিবানের দাবি, আফগান নারীদের 'আরামদায়ক,সমৃদ্ধ জীবন' দেয়া হয়েছে**

**কাবুল ঃ** রবিবার তালিবানের সর্বোচ্চ নেতা একটি বার্তা প্রকাশ করে দাবি করেন, তার সরকার আফগানিস্তানে নারীদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। আফগানিস্তানে নারীদেরকে জনজীবন এবং কাজ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং নারীশিক্ষা মারাত্মকভাবে হ্রাস করা হয়েছে। আফগানিস্তান এবং অন্যান্য ইসলামি দেশে এই সপ্তাহের শেষের দিকে ঈদুল আযহা ছুটি পালিত হবে। এর আগে হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়। আখুন্দজাদা একজন ইসলামিক স্কলার। তিনি খুব কমই জনসমক্ষে উপস্থিত হন বা আফগানিস্তানের দক্ষিণ কান্দাহার প্রদেশে তালিবানের কেন্দ্রস্থলের বাইরে যান। তিনি নিজেকে অন্যান্য ধর্মীয় জ্ঞানী ব্যক্তি এবং মিত্রদের দ্বারা ঘিরে রেখেছেন যারা কিনা শিক্ষা এবং কাজের বিরোধিতা করে। ইদানীং আখুন্দজাদা দেশে ষষ্ঠ শ্রেণির পর মেয়েদের শিক্ষা নিষিদ্ধ করার এবং আফগান নারীদের জনজীবন ও কাজ থেকে বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থা এবং জাতিসংঘের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন বলে মনে হচ্ছে। ১৯৯০এর দশকে ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের কার্যকালের তুলনায় আরও মধ্যপন্থী শাসনের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তালিবান ২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তান দখল করার পর থেকে কঠোর ব্যবস্থা আরোপ করেছে।

## বাজার দর

SENSEX : 63416.03 +446.03
NIFTY : 18817.40 +126.20

## রাঁচি PARA UPDATE

| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
|---|---|
| 27.00 °c | 23.00 °c |

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .38 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .04 টা

## গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

## রাষ্ট্রীয় খবর
## সংক্ষিপ্ত খবর

**গ্লাসটোনবারি উৎসবে এলটন জনের 'আবেগঘন' ফেয়ারওয়েল কনসার্ট**

**লন্ডন ঃ** ব্রিটেনের বিখ্যাত গ্লাসটোনবারি উৎসব এলটন জনের কনসার্টের মাধ্যমে শেষ হল রবিবার। এটাই হয়ত যুক্তরাজ্যে এলটন জনের শেষ অনুষ্ঠান। উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন,আমি কখনও ভাবিনি যে, গ্লাসটোনবারিতে আমি গান গাইব। এটা আমার কাছে খুবই বিশেষ ও আবেগঘন রাত। ইংল্যান্ডে, গ্রেট ব্রিটেনে এটাই হয়ত আমার শেষ অনুষ্ঠান। তাই, আমি বরং ভাল করে গান গাই, আপনাদের আনন্দ দিয়ে যাই। ৭৬ বছর বয়সী এই পপস্টার এক আন্তর্জাতিক বিদায়ী সফর দিয়ে তাঁর ঝলমলে কর্মজীবনে ইতি টানতে চলেছেন। মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে তিনি শেষবারের মতো কনসার্ট করেছেন। ৮ জুলাই স্টকহোমে তাঁর সর্বশেষ অনুষ্ঠান। ব্রিটেনের সবচেয়ে সুপরিচিত সঙ্গীত উৎসব গ্লাসটোনবারি পাঁচ দশক ধরে দক্ষিণপশ্চিম ইংল্যান্ডের এক খামারে আয়োজিত হয়ে চলেছে। রবিবার রাতে মূল পিরামিড স্টেজে জনের ওঠার আগে ভক্তদের মধ্যে প্রত্যাশা ছিল তুমুল। ২৬ বছর বয়সী পিএইচডি ছাত্র গাইলস ব্রিসকো বলেন,এলটন একজন কিংবদন্তী। তাঁর পরনে ছিল বেসবল পোশাক। এমন পোশাক ১৯৭৫ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে ডজার্স স্টেডিয়ামে বিখ্যাত কনসার্টের সময় জন পরেছিলেন। ব্রিসকো আরও বলেন,আসল কথা হল, এত বড় মঞ্চে তিনি গান গাইতে চলেছেন তাঁর কেরিয়ারের এমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে। এটা অনেক বড় ঘটনা। জন হতাশ করেননি। 'পিনবল উইজার্ড' দিয়ে তিনি শো শুরু করেন। এরপর তাঁর কয়েকটি সেরা সেরা হিট গান যেমন 'ক্যান্ডেল ইন দ্য উইন্ড', 'ক্রোকোডাইল রক' ও 'আই অ্যাম স্টিল স্ট্যান্ডিং' ইত্যাদি গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে দেন। 'ডোন্ট লেট দ্য সান গো ডাউন অন মি' গানটি জন তাঁর 'বন্ধু' ও 'প্রেরণা' জর্জ মাইকেলকে উৎসর্গ করেন। ২০১৬ সালের ক্রিস্টমাসে প্রয়াত হন জর্জ। জীবিত থাকলে এই রবিবার তাঁর বয়স ৬০ হত। কনসার্টের আগে জনের স্বামী ডেভিড ফার্নিশ স্কাই নিউজকে বলেন, পরের মাসে বিদায়ী সফর শেষ হওয়ার পরও জন গান তৈরি করা বন্ধ করবেন না। এই বছরের শেষের দিকে তিনি নতুন এক স্টুডিও অ্যালবাম নিয়ে কাজ শুরু করবেন। জন ঘোষণা করেন যে, তিনি একটু বিরতি নেবেন। স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি আগে কিছু অনুষ্ঠান বাতিল করেছিলেন।

# ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'রাশিয়ার পরাজয় ত্বরান্বিত করতে' ইইউ সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন

**ডনেটস্ক ঃ** অস্ট্রেলিয়া ইউক্রেনে ৭ কোটি ৪০ লাখ ডলারের নতুন সামরিক সহায়তা পাঠাচ্ছে। প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে সাঁজোয়া যান, বিশেষ অভিযানের যান এবং ট্রাক।

ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলেছে, মিত্ররা ১৭ হাজারের বেশি ইউক্রেনীয় সৈন্যকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং ২০২৪ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৩০ হাজারে পৌঁছাতে পারে।

সোমবার ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দমিত্রো কুলেবা ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ইইউ ইউক্রেনের সামরিক সহায়তার অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত একটি তহবিলে সাড়ে তিনশো কোটি ডলার প্রদান করেছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কুলেবা ইইউ ফরেন অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলের একটি সভায় ভাষণ দিয়েছেন। পরে তিনি টুইট করেন যে তিনি ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি করে রাশিয়ার পরাজয় ত্বরান্বিত করার জন্য ইইউকে আহ্বান জানিয়েছেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান জোসেপ বোরেল বলেন, ইউক্রেনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

রবিবার এনবিসির প্রোগ্রাম মিট দ্য প্রেসএর সাথে দেয়া সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, ওয়াগনার আধাসামরিক বাহিনীর যোদ্ধাদের দ্বারা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জ পুতিনের নেতৃত্বের শক্তিতে নতুন ফাটল উন্মোচিত করেছে যা কার্যকর হতে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসে সময় লাগতে পারে।

ব্লিংকেন ওয়াগনার গ্রুপের বিদ্রোহ এবং এর পরবর্তী সংকটকে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওলেক্সি রেজনিকভ বলেন, তিনি রবিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথে একটি ফোন কলে রাশিয়ার অশান্ত অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন, রাশিয়ার কর্তৃপক্ষকে দুর্বল হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, ব্যাপারগুলো সঠিক পথে এগোচ্ছে।

## পশ্চিম তীরের সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার ঝুঁকি আছেঃ পর্যবেক্ষক

**ফিলিস্তিন ঃ** পশ্চিম তীরে কয়েক বছরের মধ্যে ইসরাইলি এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ সহিংসতা চলছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এটি একটি বিস্ফোরক অবস্থা। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী চরমপন্থী ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা সংঘটিত আক্রমণ বন্ধ করতে তেমন কিছুই করছে না। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জঙ্গিদের লাগাম টেনে ধরতে অক্ষম বলে মনে হচ্ছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পশ্চিম তীরে তীব্রভাবে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফিলিস্তিনি মিলিশিয়ারা ইসরাইলি সৈন্য এবং ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের ওপর আক্রমণ করেছে। অন্যদিকে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী ফিলিস্তিনিদেরকে হত্যা করার জন্য ড্রোন এবং হেলিকপ্টার গানশিপ ব্যবহার করেছে। চরমপন্থী ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা ফিলিস্তিনি শহরে তাণ্ডব চালিয়েছে, বাড়িঘর ও গাড়িতে আগুন দিয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে দেখা যাচ্ছে, ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কারণে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক সতর্কতা জারি করেছিলেন। তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ওয়াশিংটনের ব্রুকিংস ইন্সটিটিউশনের একজন ইমেরিটাস নন রেসিডেন্ট ফেলো, মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্লেষক ব্রুস রিডেল ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তৃতীয় ইন্তিফাদা বা ফিলিস্তিনি বিদ্রোহ এখন চলমান। প্রথম ইন্তিফাদা ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি ২০০০ সালে শুরু হয়। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ইসরাইলের ডানপন্থী সরকার পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করার সময় ফিলিস্তিনি জঙ্গি হামলার জন্য আরও আক্রমণাত্মক সামরিক প্রতিক্রিয়ার জন্য চাপ দিয়েছে। তারা বলছেন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জঙ্গিদের লাগাম টেনে ধরতে পারছে না কারণ সাধারণ ফিলিস্তিনিদের মধ্যে তাদের বৈধতা নেই।

## বিশ্বের বড় শহরগুলির মধ্যে মন্ট্রিয়ালের বাতাসের মান সবচেয়ে খারাপ, বলছে দূষণ পর্যবেক্ষণ সংস্থা

**মন্ট্রিয়াল ঃ** কানাডায় দাবানলের ফলে রবিবার মন্ট্রিয়াল ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে গিয়েছিল। ফলত, বিশ্বের যেকোনও বড় শহরের তুলনায় এই শহরের বায়ুর গুণমান এখন সবচেয়ে খারাপ। এমনটাই জানিয়েছে এক দূষণ পর্যবেক্ষক সংস্থা।

আইকিউএয়ারের মতে, কুইবেক প্রদেশের সবচেয়ে জনবহুল শহরের বায়ুর গুণমান 'অস্বাস্থ্যকর' কারণ, দেশজুড়ে শত শত দাবানল জ্বলে উঠেছে। প্রসঙ্গত, আইকিউএয়ার গোটা বিশ্বে দূষণের দিকে নজর রাখে। কানাডার পরিবেশ বিভাগ এই দাবানলের কারণে কুইবেক অঞ্চলের বেশ কয়েক জায়গায় ধোঁয়াশা সতর্কতা জারি করেছে। তারা বলেছে,সূক্ষ্ম কণার ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুর গুণমান খারাপ হয়ে পড়েছে এবং চারদিক ঝাপসা হয়ে রয়েছে। এমন পরিস্থিতি সোমবার সকাল পর্যন্ত থাকার কথা। এই সংস্থা বাসিন্দাদের বাড়ির বাইরে কাজকর্ম এড়িয়ে যেতে অনুরোধ করেছে। তবে, বাইরে যদি একান্তই যেতে হয় তাহলে মাস্ক পরতে বলা হয়েছে। বাইরের পুল এবং খেলার জায়গাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়াশার কারণে কনসার্ট এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ বাইরের একাধিক ইভেন্ট বাতিল করা হয়েছে।

১৮ বছর বয়সী ফভ লিপেজ ভালি উৎসবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কিন্তু তা বাতিল করা হয়েছে বলে বিষন্ন। তিনি বলেন,এটা আসলে কুয়াশার মতো, তবে এটা দাবানলের ধোঁয়া। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখও জ্বালা করছে। কুইবেকের দাবানলরোধী সংস্থা এসওপিএফইইউয়ের মতে, কুইবেকে ৮০টি অরণ্যে দাবানল সক্রিয়। শুষ্ক আবহাওয়া ও উচ্চ তাপমাত্রার কারণে বেশ কয়েকটি অরণ্যে আগুন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসওপিএফইইউ জানিয়েছে,ধোঁয়া বেশি ছড়িয়ে পড়ায় ট্যাঙ্কার বিমান ও হেলিকপ্টারের কাজ কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

তারা আরও জানিয়েছে, এই প্রদেশের উত্তরপশ্চিমে সোমবার বা মঙ্গলবার 'যথেষ্ঠ পরিমাণে' বৃষ্টির আশা রয়েছে।

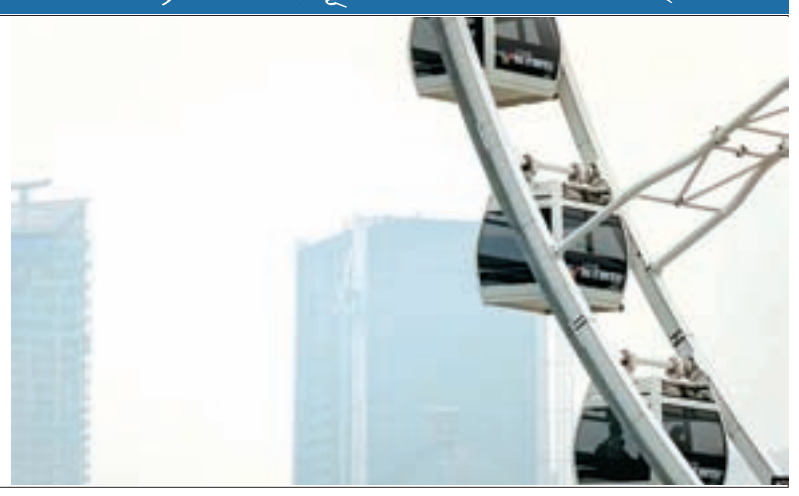

**স্বাস্থ্য পরিষেবা** ৬ টি স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প সাধারণ জনতার জন্য উৎসর্গিত, রাজ্যের মোট ঘরোয়া উৎপাদনের ৬ শতাংশ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগে রাজ্য সরকারের

# অতি শীঘ্র অসম স্বাস্থ্য পরিষেবার 'হাব' হিসাবে গড়ে উঠবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** অসম অতি শীঘ্রই স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে 'হাব' হিসাবে গড়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ৬ টি স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প সাধারণ জনতার জন্য উৎসর্গিত করে তিনি বলেন এই পরিষেবা রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এক নতুন গতি প্রদান করবে। রাজ্যের মোট ঘরোয়া উৎপাদনের ৬ শতাংশ রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগে করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

রাজ্যের স্বাস্থ্য সেবাকে অধিক শক্তিশালী করনের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সোমবার গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের প্রেক্ষাগৃহে আযোজিত এক অনুষ্ঠানে ৬ টি স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প সাধারণ জনতার জন্য উৎসর্গিত করেছেন। উল্লেখ্য রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য অভিযান, অসম ও ই গভর্নেন্স ফাউন্ডেশন এবং করুণা ট্রাস্টের সহযোগে রাজ্যের ২১ টি জেলার ২৪ টি জেলা চিকিৎসালয় এবং মহকুমা অসামরিক চিকিৎসালয়ে দশটি আইসিইউ বিছানাযুক্ত প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। তাছাড়া ভারত সরকারের অনুদানের মাধ্যমে ২.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এর অধ্যাপক তথা শিক্ষার্থীর জন্য আধুনিক উপকরণে সজ্জিত তৎকালীন রোগ নির্ণয় এবং গবেষণার জন্য বহুমুখী গবেষণা গ্রুপ (এমআরইউ)প্রকল্প শুরু হয়েছে। একইভাবে ভারত সরকারের অনুদানের মাধ্যমে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে অত্যাধুনিক উপকরণ সজ্জিত উন্নত প্রযুক্তির জেনেটিক মার্কার এবং স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয়ের রাজ্য কর্কট প্রতিষ্ঠানের মলিকিউলার অনকোলজি ল্যাব প্রকল্প ( সম্পূর্ণ উত্তর পূর্বাঞ্চলে সর্বপ্রথম) স্থাপন করা হয়েছে। ভারত সরকারের অনুমোদনের মাধ্যমে ২.৫ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে অধ্যাপক, কর্মকর্তা এবং শিক্ষার্থীর জন্য গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয়ে জাতীয় জরুরীকালীন জীবন সুরক্ষা ( এন ই এল এস) দক্ষতা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের সাধারণ জনতার চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থাপনার জন্য গুয়াহাটি সোধানাগার, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের অধীনের কর্পোরেট এনভায়রনমেন্টাল রেস্পন্সিবিলিটি প্রকল্পের ১.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় ৩২ স্লাইস সিটি স্ক্যান মেশিন প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে। সেসঙ্গে চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকয়, অসমের অধীনের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গুলোর জন্য অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল (এম ই ডিএ এম এস) এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অনুষ্ঠানে নিজের ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন স্বাস্থ্য সেবা আধুনিকীকরণ এবং সবলীকরণের দিকে আজকের দিনটি এক বিশেষ দিন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আজকের দিনটিতে এই ধরনের প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে আইসিউর পরিবেশ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে পারে। কোভিড পরিবেশের সময় প্রত্যেকে আইসিইউর প্রযোজনীয়তা এবং আইসিইউ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগে সমগ্র রাজ্যে আইসিইউর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন পরবর্তী পর্যায়ে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি এবং সংগঠনের সহযোগে রাজ্যের ছোট ছোট শহরগুলোতে রাজ্য সরকার আইসিইউর ব্যবস্থা করেছিল। রঙিয়ার মত নগরে পঞ্চাশেরও বেশি আইসিইউ বিছানার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কোভিড পরিবেশের সময়ে ভারত সরকারের ডোনার মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের সহযোগে এক প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। অসম ক্রিটিক্যাল কেয়ারে কেয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট এর মাধ্যমে সেই সময়ে অসমের প্রতিটি চিকিৎসালয় আইসিও স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আইসিইউ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ মানব সম্পদের প্রযোজনীয়তার বিষয়টি উপলব্ধি করা হয়েছিল। আইসিইউ প্রটোকল এবং আইসিইউর সঙ্গে জড়িত ডিজিটাল রেকর্ড এই সবগুলোর মধ্যে একটি ব্যবধান ছিল। আজকের দিনটি এই জন্য উল্লেখযোগ্য যে কিছু উত্তরবিহীন প্রশ্ন স্বাস্থ্য সেবায় ছিল। সেইগুলো ডিজিটাল এবং প্রযুক্তিগতভাবে সমাধান করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় আইসিইউ প্রতিষ্ঠা করে এই প্রকল্প এবং চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে টেলি আইসিইউ হাব শুরু করাটি এক উল্লেখযোগ্য দিক। ইগভ ফাউন্ডেশন এবং করুণা ট্রাস্টের সঙ্গে গুয়াহাটি শোধনাগার এবং এইচডিএফসিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন শুধুমাত্র চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নয়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা হাসপাতাল গুলোতেও সুবিধা উপলব্ধ হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নার্স চিকিৎসকদের প্রশিক্ষিত করা হবে। জেলা হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ভারতবর্ষের মতো ভৌগলিক বিচিত্রতা থাকা দেশে প্রতি জন রোগী এবং চিকিৎসালয় আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করতে হলে প্রযুক্তিগত দিকটিতে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বর্তমান ভারতবর্ষে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দিকটি উপলব্ধ হয়েছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবার সঙ্গে জড়িতরা তার পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। রাজ্য সরকার চিকিৎসা ক্ষেত্রের বিকাশ সাধনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাজ্যের মোট ঘরোয়া উৎপাদনের ৬ চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযোগে করা হচ্ছে। প্রত্যেক বছর এটাকে বৃদ্ধি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। রাজ্য সরকার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে গুরুত্ব আরোপ করেছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ক্যান্সার কেয়ার এর মত ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং হাসপাতালে জাতীয় জরুরীকালীন জীবন সহায়ক দক্ষতা কেন্দ্র, বহুমুখী গবেষণা গ্রুপ, ৩২ টি স্লাইস সিটি স্ক্যান মেশিন, মলিকিউলার অনকোলজি পরীক্ষাগারের শুভ উদ্বোধন করা বিষয়টি উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন মলিকিউলার অনকোলজি পরীক্ষাগারে কর্কট চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন সুবিধা উপলব্ধ করা হয়েছে। রাজ্যের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গুলোর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি সুশৃংখল করার জন্য এদিন অ্যাসেট ম্যানেজমেঃট পোর্টাল শুরু করার মাধ্যমে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের যন্ত্রপাতি গুলো সঠিক সময়ে মেরামতি করাটি সম্ভবপর হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিনের সভায় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী কেশব মহন্ত, কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং, স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান সচিব অভিনাশ জোশি, মেডিকেল শিক্ষা এবং গবেষণা বিভাগের কমিশনার সেক্রেটারি সিদ্ধার্থ সিংহ, মেডিকেল শিক্ষার সঞ্চালক অনুপ বর্মন, দশটি বিছানাযুক্ত আইসিইউর অধ্যক্ষ শ্রীকান্ত নাধামুনি, গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের অধ্যক্ষ অচ্যুত বৈশ্য প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

# শিবমন্দির থেকে দার্জিলিং রোড হয়ে সেবক আর্মি ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত ৬ লেনের রাস্তার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।রাস্তার পাশের দোকানদারদের মাথায় চিন্তার ভাজ



**শিলিগুড়ি ঃ** শিবমন্দির থেকে দার্জিলিং মোড় হয়ে সেবক আর্মি ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত ৬ লেনের রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এ জন্য এলাকার বড়ো বড়ো গাছ কাটার কাজ চলছে। সেখান থেকে রাস্তার পাশের দোকানগুলো সরিয়ে নেওয়ার জন্য মাইকে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। সবাইকে জায়গা খালি করার জন্য ৩ মাস সময় দেওয়া হয়েছে, এবং এখন থেকেই সমস্যার শুরু।রাতের ঘুম উড়ে গেছে সড়কের দুই পাশের দোকানদারদের। এই দোকানিরা বলছেন, কেউ ৩৫ বছর, কেউ ৪০ বছর ধরে দোকান চালিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। সকলের পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ চলে এই দোকান করে। এমতাবস্থায় দোকান সরাতে হলে কোথায় যাবেন তারা, কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না।দোকানদার রীতা সাহা জানান, স্বামী চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি এই হোটেলটি চালিয়ে বাচ্চাদের দেখাশোনা করছেন। এখন হোটেল না থাকলে আমরা বাঁচবো কী করে? দোকানদার বিভাস পালেরও একই সমস্যা। তিনি বলেন, রাস্তা নির্মাণ করা উচিত কিন্তু সরকারেরও চিন্তা করা উচিত। তারা বাজার কমপ্লেক্স নির্মাণ করে সরকারের কাছে পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন।

## শিলিগুড়িতে আয়োজিত হল ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কর্মশালা

**শিলিগুড়ি।** শহরবাসীকে ই বর্জ্য সম্পর্কে সচেতন করতে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হল ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কর্মশালা। মোবাইল ফোন, বৈদ্যুতিক বিভিন্ন যন্ত্রাংশ থেকে তৈরি হয় 'ই বর্জ্য'। সেই বর্জ্যকে পুনরায় ব্যবহার করার জন্য ব্যবহার উপযোগী করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই সম্পর্কে শহরবাসীকে অবগত করতে শুক্রবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক প্রিয়াংকা সিং, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকেরা। শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত মানুষেরাও উপস্থিত ছিলেন। সাথেই বিভিন্ন কলেজ ছাত্র ছাত্রীরাও এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে।

## দলে টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ চাপড়ের পাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী পঞ্চায়েত সদস্যের

**আলিপুরদুয়ার।** শুক্রবার দুপুর ১ টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন চাপড়ের পাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী পঞ্চায়েত সদস্য রঞ্জন রায়। জানাগেছে মূলত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের হয়ে টিকিন না পেয়েই জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন রঞ্জন রায়। এদিন জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি শান্তনু দেবনাথ এর হাত ধরে আলিপুরদুয়ার জেলা কার্যালয়ে যোগ দেন রঞ্জন রায়। জানাগেছে এদিন রঞ্জন রায় ছাড়াও কংগ্রেসে যোগদান করেন তুরতুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী সদস্য আলোকা দাস বোস। শুনুন এই বিষয়ে শান্তনু দেবনাথ কি বলছেন।

## ট্রেন যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে জনজাগরণ অভিযান নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন

**শিলিগুড়ি ঃ** ট্রেন যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেজনজাগরণ অভিযান করা হবে,আজ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান নিউ জলপাইগুড়ি আরপিএফ এর আইসি এ কে খান। নিউ জলপাইগুড়ি আরপিএফ এর আই সি এ কে খান গত ১২ই জুন নূতন ভাবে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।আজ এনজেপি আরপিএফ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিচিতির পাশাপাশি একাধিক প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।ট্রেনে সফর করবার সময় অনেক সময় যাত্রীরা নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে।সেই সমস্যা থেকে জনজাগরণ অভিযান এর মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধান করা হবে।এর পাশাপাশি এনজেপি স্টেশনের বাইরে পার্কিং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।আই সি এ কে খান যাত্রীদের উদ্দেশ্যে জানান ট্রেনে সফর করবার সময় কারো কাছ থেকে কিছু খাবেন না,অচেনা কোনও ব্যক্তির থেকে কোনো বস্তু নেবেন না।এছাড়াও ট্রেনে কোনো নেশা করা যাবেনা,কোন যাত্রী যদি নেশা করতে গিয়ে ধরা পরে তাহলে বড়ো অংকের জরিমানা করা হবে।

## তিস্তায় হলুদ সতর্কতা জারি

**জলপাইগুড়ি।** বর্ষার শুরুতেই আচমকা ফুলে ফেঁপে উঠল তিস্তা নদী। সিকিম পাহাড়ে রাতভর বৃষ্টিপাত হওয়ায় তিস্তা নদীর জল ক্রমশই বাড়ছে। দোমোহনি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সংকেত জারি করেছে সেচ দপ্তর। এছাড়া জলপাইগুড়ি জেলার জলঢাকা ও ডায়না নদীতেও জল কিছুটা বাড়ছে বলে জানা গেছে। জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, তিস্তার জল বেড়ে যাওয়ায় দোমোহনি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সংকেত জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে পাহাড় ও সমতলে ভারী বৃষ্টিপাতের জন্যই জল বেড়েছে তিস্তায়। তবে শুক্রবার ভোর থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম রয়েছে জলপাইগুড়িতে। যদিও আকাশের মুখ ভার হয়ে রয়েছে সকাল থেকেই। জলপাইগুড়িতে মেঘলা আকাশ থাকায় সকাল থেকে সূর্যের তেজ কম রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে ফের হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এদিকে তিস্তা নদীতে শুক্রবার সকাল থেকে জল বাড়তে থাকায় কপালে চিন্তার ভাজ পড়েছে তিস্তা পাড়ের বাসিন্দাদের। সেচ দপ্তরের ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার সকালে তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে ২৪৪৭.৬৩ কিউসেক। পরবর্তীতে বেলা ১২ টা নাগাদ এই জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১৭৩.৭৪ কিউসেক। জলস্তর আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিন ৩ টার রিপোর্ট অনুযায়ী সেচ দপ্তরের ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা গেছে তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে ২৪৫১..৬৯কিউসেক।

## শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়নপত্র জমা শেষ হতেই বিজেপি প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার হুমকি তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

**কোচবিহার** ঃশান্তিপূর্ণভাবেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শেষ হতেই এবার তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মনোনয়ন পত্র তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল শাসক দলের নেতার বিরুদ্ধে। ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে মনোনয়নপত্র তুলে না নিলে বাড়িঘর ভাঙচুর চালানোর হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। গোটা ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হলো থানায়। বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ থানার মারুগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মারুগঞ্জ চৌপথি এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, তুফানগঞ্জ ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বিজেপির হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী রাসবিহারী গোস্বামী। অভিযোগে, তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা তুফানগঞ্জ ১ এর এ ব্লক সহ সভাপতি রাজেশ তন্ত্রীর বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে ওই বিজেপি প্রার্থী রাজবিহারী গোস্বামী জানান,তাকে ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা তুফানগঞ্জ১ এর এ ব্লক সহ সভাপতি রাজেশ তন্ত্রী সহ অন্যান্য তৃণমূল কর্মীরা। তাকে ডেকে নিয়ে মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার জন্য প্রথমে ৫০ হাজার টাকা গুঁজে দেওয়া হয় তার পকেটে। তা নিতে রাজি না হওয়ায়, রাতে তার বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া সমেত তার মেয়ে স্কুল যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটার হুমকিয়ে দেওয়া হয় তাকে। গোটা ঘটনায় তিনি আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে তুফানগঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। এ ব্যাপারে তৃনমূলের তুফানগঞ্জ ১ এর ব্লক সহ সভাপতি রাজেশতন্ত্রী জানান, ওই বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে। সে যদি প্রমাণ দিতে পারে তাহলে স্ব ইচ্ছায় সে পঞ্চায়েত সমিতি মনোনয়নপত্র তুলে নিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবে বলেও দাবি করেন ওই রাজেশ

## ফুলবাড়ি ট্রাক টার্মিনাস থেকে উদ্ধার এক যুবকের মৃতদেহ, চাঞ্চল্য এলাকায়

**শিলিগুড়ি** নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি ট্রাক ট্রামিনাস থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের মৃতদেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ মৃতদেহটি দেখতে পায় স্থানীয়রা। তারপর পুলিশকে খবর দিলে বেলা ১২ টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ও মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতদেহের পাশ থেকে একটি মানিব্যাগ উদ্ধার করে পুলিশ। সেখানে থাকা একটি ইডেন্টিটি কার্ড থেকে জানা যায় ওই যুবকের নাম রবি মার্ডি, সে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। যদিও স্থানীয়রা ওই যুবককে চিনতেন না বলে জানিয়েছেন। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

## ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**জলপাইগুড়ি ঃ** মানসিক অবসাদের জেরেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল এক ব্যক্তি। এমনটাই দাবি পরিবারের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম ভাদু রায় (৫৭)। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। আজ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠিয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বড়গিলা এলাকায় বাড়ি ভাদু রায়ের। সে পেশায় একজন সাইকেল মেকার। পরিবারে রয়েছে দুই ছেলে, দুই মেয়ে এবং তার স্ত্রী। গত মাস কয়েক আগে ব্রেন স্ট্রোক করার পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখান থেকে বাড়ি নিয়ে আসার পরেও নিয়মিত ভাবে চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু মানসিক সমস্যার সমাধান হয়নি। এই মানসিক সমস্যার কারণেই শুক্রবার সকালে নিজের বাড়ির উঠানে লিচু গাছে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতাল থেকে পুলিশ মৃত দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। পুলিশ জানিয়েছেন মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনা প্রসঙ্গে মৃত ওই ব্যক্তির কাকাতো ভাই বিশ্বেশ্বর বলেন,মানসিক অবসাদের কারণে সকালবেলা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। দাদার ব্রেন স্ট্রোক করেছিল।

## দিনহাটার সাহেবগঞ্জে ব্যাপক উত্তেজনা, নিশীথের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর!

**কোচবিহার ঃ** মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর্ব শেষ হলেও এবার স্কুটনিতে বিরোধীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ আজ সকাল থেকেই দিনহাটা দুই নম্বর ব্লকের সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিসে বিজেপি প্রার্থীদের ঢুকতে বাধা দিচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ উদয়ন গুহের উপস্থিতিতেই বিজেপি প্রার্থীদের বাধা দিচ্ছে রাজ্যের শাসক দল তৃনমুল কংগ্রেস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পরিবেশ গোটা এলাকায়। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা।ঘটনার খবর পেয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রমাণিক ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশ তার গাড়ি আটকে দেয় বলে অভিযোগ। নিশীথ প্রামানিকের গাড়িতে লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

## ভশীভূত হয়ে যাওয়ার ব্যবসায়ীদের কে নগদ ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হল

**মালদা** আগুনে ভশীভূত হয়ে যাওয়ার দোকান ব্যবসায়ীদের ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দিলো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়ন।মালদার গাজোলে গত ৭ জুন অগ্নিকাণ্ডে বশীভূত হয়ে আটটি দোকানঘর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় । শুক্রবার রাতে মালদার গাজোল মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়নের পক্ষ থেকে আগুনে ভশীভূত হয়ে যাওয়ার ব্যবসায়ীদের কে নগদ ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হল । ক্ষতিগ্রস্ত ছয় জনকে ৫০০ হাজার টাকা ও এক জনকে ২৫ হাজার টাকা মোট ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেন । এ ছাড়াও গাজোল মার্চেন্ট সভাপতি বিধান রায় বলেন সকল ব্যবসায়ীদের সাথে আছি এবং পাশে থাকবো । গাজোলের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাওয়া ব্যবসায়ী শুভম কীর্তনীয়া, সুদর্শন দাস , সুশান্ত দাস দোকানদার এই পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ অনুদান হাতে পেয়ে তারা অনেক উপকৃত হয়েছেন বলে জানান । এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়ানে সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু , গাজোল মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়ান সভাপতি বিধান রায় সহ অন্যান্যরা।

## সোনার থেকেও বেশি দামি। বিশ্বের সবথেকে দামি আম মিয়াজাকি এবার মালদায়

**মালদা ঃ** সোনার থেকেও বেশি দামি। বিশ্বের সবথেকে দামি আম মিয়াজাকি এবার মালদায়। তাও আবার বাড়ির ছাদের টবে চাষ। জাপানি মিয়াজাকি আমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য প্রতি কেজি প্রায় দুই লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। মালদা শহরের ইংলিশ বাজার পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের মালঞ্চ পল্লী এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী প্রবীর রঞ্জন দাসের বাড়িতে খোঁজ মিলল জাপানি আম মিয়াজাকির। পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়াতেও জাপানি মিয়াজাকি আম চাষ যে সম্ভব তার উদাহরণ প্রবীর রঞ্জন দাসের বাড়িতে বেড়ে ওঠা এই মিয়াজাকি আম। বর্তমানে ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুটি মিয়াজাকি গাছ রয়েছে। গত বছর ৮০০ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশ থেকে একটি চারা গাছ কিনে বাড়ির ছাদে টবে লাগিয়েছিলেন। আরেকটি এবছরই তিনি লাগিয়েছেন। গত বছরের লাগানো গাছটি এক বছরের মধ্যেই অনেকটাই বেড়ে উঠেছে। এবছর ফলন হয়েছে তিনটি মিয়াজাকি আমের। তার মধ্যে এখনো দুটি রয়েছে গাছে এবং একটি খেয়ে ফেলেছেন। স্বাদ মাখনের মত। ব্যবসায়ী প্রবীর রঞ্জন দাস জানান, তিনি ভাবতে পারেননি পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়াতে জাপানি মিয়াজাকি চাষ করা সম্ভব। এক বছরের মধ্যে অনেকটাই বেড়ে উঠেছে গাছটি। এবছর তিনটি ফলন হয়েছে। এক একটি মিয়াজাকি আমের ওজন প্রায় ৫০০ গ্রাম। আন্তর্জাতিক বাজার মুল্য প্রতি কেজি প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। শুধুমাত্র গোবর সার দিয়েই তিনি মিয়াজাকি আমের ফলন করে দেখিয়েছেন। তার পাশাপাশি তিনি জেলার আম চাষি এবং ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন এই আম চাষ করে অনেকটাই লাভবান হওয়া সম্ভব তাই মিয়াজাকি আমের চাষ করার আহ্বান জানান। যদিও তিনি মিয়াজাকি আম বিক্রির উদ্দেশ্যে নয় বাড়িতে সপরিবারে খাবার উদ্দেশ্যেই চাষ করেছেন।

## টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েতের প্রার্থী পদে টিকিট বিলি করেছেন মন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিধায়ক তাজমুল হোসেন

**মালদাঃ** —টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েতের প্রার্থী পদে টিকিট বিলি করেছেন মন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিধায়ক তাজমুল হোসেন।এমনটাই অভিযোগ করলেন শাসক দলের হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুবেদা বিবি এবং তার স্বামী ব্লকের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক।শুক্রবার রাতে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই গুরুতর অভিযোগ করলেন তাঁরা। এমনকি মন্ত্রীর ভাই সহ একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে টিকিট দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ করেছেন তাঁরা।পাশাপাশি তাঁরা জানিয়েছেন এ বছর নির্দল হিসেবেই পঞ্চায়েতে তাঁরা লড়াই করবেন।পঞ্চায়েত ভোটের আগে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তরফ থেকে এই অভিযোগ ওঠায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে শাসক দল।যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করেছেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন।গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকা জুড়ে। সাংবাদিক বৈঠকে পঞ্চায়েত সমিতির শাসক দলের সভাপতি জুবেদা বিবি জানান,লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মন্ত্রী তাজমুল হোসেন এবং তার ভাই জেলার সাধারণ সম্পাদক জম্বু রহমান সহ তাদের অনুগামীরা অযোগ্যদের প্রার্থী করেছে।আমি বিগত পাঁচ বছরের সভাপতি থাকাকালীন এলাকায় প্রচুর উন্নয়নের কাজ হয়েছে।

# পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে হিংসার ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ মিছিল করল ভারতীয় জনতা পার্টি

**শিলিগুড়ি।** পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে হিংসার ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ মিছিল করল ভারতীয় জনতা পার্টি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। এই মিছিল থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে বিজেপি নেতৃত্বরা।শুক্রবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির হাশমি চক থেকে এই মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক তথা বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি আনন্দময় বর্মন সহ বিজেপির নেতৃত্বরা। এদিনের এই মিছিলটি হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে ফের হাশমি চকে এসে শেষ হয়। এই মিছিল থেকে প্রশাসনের ব্যর্থতার অভিযোগ তোলা হয় সাথেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলেন বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় হিংসার ঘটনা ঘটেছে সেই সমস্ত ঘটনায় দায়ী রাজ্য সরকার এবং পুলিশ প্রশাসন। এমনি অভিযোগ তোলেন তিনি।

## আগাম জামিন নাকচ করলো উচ্চ আদালত

**জলপাইগুড়ি ঃ** যুব তৃণমূল জেলা সভাপতির আগাম জামিন নাকচ করলো উচ্চ আদালত। চাইলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে পুলিশ জানিয়ে দিলেন সরকারি আইনজীবী।আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে যুব নেতাকে দ্রুত গ্রেফতারের দাবী জানালো বিজেপি। দম্পতির আত্মহত্যার ঘটনায় জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের যুব সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। ঘটনায় যুব নেতাকে দ্রুত গ্রেফতারের দাবী জানালো বিজেপি। গত ১ এপ্রিল ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের ভাই ও ভাইয়ের বউ আত্মহত্যা করেন। সুইসাইড নোটে যুব সভাপতি সৈকত সহ চার জনকে অভিযুক্ত করে যান দম্পতি। ঘটনায় ইতিমধ্যেই তৃণমূল কাউন্সিলর সন্দীপ ঘোষ সহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করে ছিলেন মামলায় অভিযুক্ত যুব সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় ও মনোনয়ন সরকার।দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এদিন সৈকত চট্টোপাধ্যায় ও মনোনয়ন সরকার দুই জনেরই আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন বলে আইনজীবী সন্দীপ দত্ত জানিয়েছেন। বর্তমানে হাইকোর্টের নির্দেশে এডিজি কে জয়রামন এর তত্বাবধানে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।এতো দিন অভিযুক্ত সৈকত চট্টোপাধ্যায় কে পুলিশ গ্রেফতার না করা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার সেই প্রশ্ন আবার জোড়ালো হলো। আদালতের রায়ে খুশি দম্পতির কন্যা তানিয়া ভট্টাচার্য। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী বলেন উচ্চ আদালতের এই রায়ে মানুষের আরও একবার আদালতের প্রতি আস্থা বাড়লো। আমরা চাই অবিলম্বে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করুক। এই রায়ের পর যদি পুলিশ তৎপর না হয় তবে আমরা ফের আদালতের দারস্থ হবো। ঘটনায় সরকারি আইনজীবী অদিতি শঙ্কর চক্রবর্তী জানিয়েছেন সৈকত চ্যাটার্জীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। এবার পুলিশ চাইলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। চাইলে সৈকত বাবু সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারেন।






## সাংসদ রাজু বিষ্টের উপস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ২৪০ পরিবার বিজেপিতে যোগদান করেছে

**শিলিগুড়ি ঃ** দার্জিলিং জেলাতে ভাঙ্গন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসে। দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে ২৪০ টি পরিবার তৃণমূল দল থেকে পদত্যাগ করে যোগদান করল বিজেপিতে। শুক্রবার বিকেল বাগডোগরা এলাকার একটি হোটেলের হলঘরে এই যোগদান কর্মসূচির আযয়োজন করা হয় বিজেপির যুব মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির তরফে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি তথা বিধায়ক আনন্দময় বর্মন সহ বিজেপির জেলা কমিটির নেতৃত্বরা। দলে যোগদানকারীদের এদিন দলীয় পতাকা তুলে দিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ও আনন্দময় বর্মন।

## সালানপুরে বামফ্রন্ট নেতার বাড়িতে হামলা,অভিযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে, অভিযোগ অস্বীকার শাসকের

**সালানপুর ঃ** মনোনয়ন পত্র দাখিলের পরেও অশান্তি থামছেনা জেলায় জেলায়। অভিযোগের তীর শাসক দলের দিকে। গত ১৫ জুন ২০২৩ এর ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু তার পরেও জেলায় জেলায় অশান্তির পরিবেশ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুরেও ধরা পড়েছে একই চিত্র। সালানপুর ব্লকের রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামফ্রঃট প্রার্থী অশোক ব্যানার্জি অভিযোগ করেছেন ১৫ জুন রাত্রি ১০টা নাগাদ শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা তার ঘরে ভাঙচুর চালায় ও তার পরিবারকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। এর ফলে এক আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী হয়। তারা বাধ্য হয়ে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়িতে খবর দিলে রাতেই দুবার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। অশোক ব্যানার্জি আরো দাবি করেছেন, শুধু তার ওপরই নয়। বিরোধীদল বিশেষত বাম দলের প্রার্থী হিসাবে সালানপুর ব্লকে যারা যেখানে দাঁড়িয়েছেন তাদের প্রত্যেককেই মনোনয়ন প্রত্যাহারের হুমকি দিচ্ছে শাসক দল।যদিও শাসক দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়।সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহম্মদ আরমান বলেন অশান্তির পরিবেশ তৈরী করা তাদের লক্ষ্য নয়। যদি তাই হতো, তাহলে তারা মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় বিরোধীদের হাতে ফুল জল তুলে দিতেন না। তারা সবসময় চেয়েছেন নির্বাচনকে ঘিরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকুক।যদিও বাম রাজনৈতিক দলগুলি শুক্রবার মীনাক্ষী মুখার্জি ও শিপ্রা মুখার্জীর নেতৃত্বে সালানপুর থানার রূপনারায়ণপুর ফাঁড়িতে সালানপুর থানার ইনচার্জ অমিত হাটি এবং রূপনারায়ানপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ মইনুল হককে শাসকদলের অত্যাচার ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টির বিরুদ্ধে এক স্মারকলিপি প্রদান করে।তারা দাবি জানায় তাদের প্রার্থীদের সুরক্ষা দিতে হবে এবং অবিলম্বে যারা হামলা চালিয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে।






## আজকের দিনটি



**মেষ ঃ** পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

**বৃষ ঃ** প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

**মিথুন ঃ** ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

**কর্ক ঃ** মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

**সিংহ ঃ** মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

**কন্যা ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**বৃশ্চিক ঃ** লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

**তুলা ঃ** সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

**ধনু ঃ** নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

**মকর ঃ** পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

**কুম্ভ ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**মীন ঃ** ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

**তান্ত্রিক অশোক স্বামী**

# প্রিগোশিনের বিদ্রোহ বলছে দুগিনদের উত্থান হচ্ছে রাশিয়ায়

**মাস্কো ঃ** ২০১৪ সালে ইউক্রেনে মাইদান অভ্যুত্থানের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির বিশ্বায়নবাদী অংশের মূল উদ্দেশ্য হলো, রাশিয়ায় সরকার পরিবর্তন। সে সময় ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছিলেন ভিক্টোরিয়া ন্যুল্যান্ড। তাঁর নির্দেশনাতেই অভ্যুত্থানটি হয়েছিল।

ন্যুল্যান্ড এখন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও রাশিয়ায় সরকার পরিবর্তনের সেই দাবিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর ২০২২ সালের ২৬ মার্চ বাইডেন ঘোষণা দেন, পুতিন আর 'ক্ষমতায় থাকতে পারেন না'।

ভাড়াটে সেনাদল ভাগনার গ্রুপের বিদ্রোহের পর সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই মন্তব্যের বন্যা বয়ে যায় যে এই বিদ্রোহের ফলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে। পুতিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্দার লুকাশেঙ্কো ভাগনারপ্রধানের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছানোর পর মস্কো অভিমুখ থেকে তাঁর সেনাদল ফিরিয়ে নেন ইয়েভগেনি প্রিগোশিন।

এ যাত্রায় পুতিনের ক্ষমতা বহাল থেকে যায়। কিন্তু এই বিদ্রোহ রাশিয়ার রাজনৈতিক হাওয়া দেশটির অতি ডানপন্থী জাতীয়তাবাদীদের দিকে ঘুরিয়ে দিল। ট্যাকটিক্যাল বা কম ক্ষতি করতে সক্ষম, এমন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কাসহ বড় ধরনের কৌশলগত ঝুঁকি বাড়িয়ে দিল। প্রিগোশিনের বিদ্রোহ থেকে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে রাশিয়ার সেনাবাহিনী ও নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে এই ঐকমত্য হয়েছে যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বের পদক্ষেপে পুতিনের ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। তাঁদের মধ্যে চেচনিয়ার যুদ্ধবাজ রামজান কাদিরভও রয়েছেন।

পুতিনের সামরিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কাদিরভ ও প্রিগোশিনের মৈত্রী রয়েছে। তাঁরা দুজনেই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আরও আগ্রাসী ও ফয়সালামূলক পদক্ষেপ দাবি করে আসছেন। এই বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে প্রিগোশিন তাঁর সেনাদের জড়ো করলেও পুতিন এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেননি। পক্ষান্তরে সংবাদমাধ্যমের খবর থেকে জানা যাচ্ছে, পশ্চিমা গোয়েন্দারা ঘটনাটি জানতেন।

এর মধ্যে আলেক্সান্দার দুগিন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি নিজেকে নিজে 'লাল নাৎসি' বলে অভিহিত করেছেন। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে এক পোস্টে দুগিন রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সব জনবলকে একসঙ্গে করা, প্রতিপক্ষকে ঘেরাও করা এবং ট্যাকটিক্যাল পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের দাবি জানান। তাঁর এই পোস্ট ভাইরাল হয়ে যায়।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, রোস্তভ থেকে মস্কো অভিমুখে প্রিগোশিনের সেনাবহর যখন যাত্রা শুরু করেছে, তখন মাঝের ২০০ কিলোমিটার রাস্তায় বাধা দেওয়ার জন্য রাশিয়ার একজন সেনাও ছিলেন না। শুধু গুটিকয় হেলিকপ্টার উড়তে দেখা গেছে, যার তিনটিকে ভূপাতিত করে ভাগনার বাহিনী।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বিদ্রোহীদের দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, এমন শর্তে লুকাশেঙ্কোর সঙ্গে প্রিগোশিনের চুক্তি হওয়ার আগে মস্কো রক্ষার জন্য প্রিগোশিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র কাদিরভকে ডাকতে হয়েছিল পুতিনকে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে, রাশিয়ার নিয়মিত সেনাবাহিনী চুপ করে বসে ছিল। তারা চেয়েছে প্রিগোশিন যেন পুতিনকে শক্ত বার্তা দেন। মস্কোর জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন, পশ্চিমের প্রতি নমনীয় পুতিন। ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের কাছে ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার আরজি জানিয়েছিলেন পুতিন।

তাঁর সেই আরজি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ওয়াশিংটনের কাছে পুতিন ইউক্রেনে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং সেটা মেনে চলেছিলেন। প্রিগোশিনের বিদ্রোহের পর পুতিনকে রাশিয়ার উগ্র ডানপন্থীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হবে।

যদি পুতিনকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হয়, তাহলে ক্রেমলিনের ক্ষমতায় যিনি বসবেন, তিনি ওয়াশিংটনের স্বপ্নের উদার গণতন্ত্রী কেউ নন। রুশ জাতীয়তাবাদীদের এমন কেউ একজন প্রেসিডেন্ট হবেন, যিনি ইউক্রেনকে পুরোপুরি পরাভূত করতে চাইবেন।

বর্তমান রাশিয়ায় উদারবাদীদের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নেই। রাশিয়ার অভিজাত শাসকগোষ্ঠী তাঁদের গর্ভে অতি ডানপন্থী জাতীয়তাবাদীদের শক্তিশালী একটি গোষ্ঠীকে লালন করে চলেছেন। তাঁরা 'মহান রাশিয়ার' পুনর্জন্মের স্বপ্ন দেখেন। আশঙ্কাজনক বিষয় হচ্ছে, একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি উগ্রপন্থী গোষ্ঠী একসঙ্গে মিলেছে।

এর মধ্যে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা লিওনিড সলৎস্কি, ইউরেশিয়াপন্থী দার্শনিক আলেক্সান্দর দুগিন, জনপ্রিয় টেলিভিশন উপস্থাপক ভ্লাদিমির সলোভিয়েভ ও দিমিত্রি দিবরভ, চেচেন নেতা কাদিরভ রয়েছেন। হাইড্রার (নিডারিয়া পর্বের জলজ উদ্ভিদ) মতো রুশ অতি জাতীয়তাবাদীদের অনেকগুলো মাথা রয়েছে। এর মধ্যে আলেক্সান্দার দুগিন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন।

রোস্তভ অনদন শহরে সামরিক যান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ভাগনার বাহিনীর দুই যোদ্ধা। গত শনিবার রাশিয়ার এই শহর দখলে নেয় ভাগনার গ্রুপ। তাদের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিন মস্কো অভিমুখে অভিযান বন্ধ ঘোষণার পর যোদ্ধারা শহর ছেড়ে চলে যান

তিনি নিজেকে নিজে 'লাল নাৎসি' বলে অভিহিত করেছেন। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে এক পোস্টে দুগিন রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সব জনবলকে একসঙ্গে করা, প্রতিপক্ষকে ঘেরাও করা এবং ট্যাকটিক্যাল পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের দাবি জানান। তাঁর এই পোস্ট ভাইরাল হয়ে যায়।

## গুতিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জ্বলার আগেই নিভে গেল

**মাস্কো ঃ** ভাগনার গ্রুপের প্রধান প্রিগোশিন একদম নির্বোধ নন। তাঁর হাতেও খেলার মতো বিস্তর তাস রয়েছে, তিনি ও পুতিন একে অপরের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে আছেন।

যেমন বীজ বুনবে তেমন ফসল পাবে এই প্রবাদ যে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানেন না, তা নয়। তিনি জেনেশুনেই ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের মতো একজন দুর্বৃত্তকে পেলেপুষে রেখেছিলেন। চুরির অভিযোগে বছর আট জেল খাটার পর বাইরে এসে তিনি হ্যামবার্গার বিক্রি শুরু করেন, তারপর রেস্তোরাঁর ব্যবসা। সেখান থেকেই পুতিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তাঁর দোকানে আহার করে পুতিন এতটাই খুশি হন যে তাঁকে সরকারি ভোজসভার খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে দেন। সেই থেকে প্রিগোশিনের পরিচয় 'পুতিনের পাচক' হিসেবে। পুতিনের সাহায্য ও সমর্থনে তিনি গড়ে তোলেন ভাড়াটে সেনা কোম্পানি ভাগনার। রাশিয়ায় ভাড়াটে সেনাদল গঠন বেআইনি হলেও ভাগনার সেন্ট পিটার্সবুর্গে বিশাল দপ্তর খুলে বসে। এই কোম্পানি ছিল পুতিনের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লক্ষ্য অর্জনের গোপন হাতিয়ার। যে কাজ নিজের সেনা বা গুপ্ত বাহিনী দিয়ে করা কঠিন, প্রিগোশিন ও তাঁর ভাড়াটে সেনাদের দিয়ে তাই করিয়েছেন তিনি। যাকে নিজের হাতের পুতুল ভেবেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেই হয়ে দাঁড়াল তাঁর আড়াই দশক শাসনের সবচেয়ে বড় হুমকি। যেমন নাটকীয়ভাবে প্রিগোশিন ও তাঁর ভাড়াটে সেনারা বিদ্রোহ অভিযান শুরু করেছিলেন, সেভাবেই তাঁরা গুটিয়ে গেলেন। সে বিদ্রোহ স্থায়ী হলো না। দুই সপ্তাহ আগে ইউক্রেনের বাখমুত দখলের পর তিনি সে অঞ্চলের ভার রুশ বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে সরে আসেন। কিন্তু তিনি যে এরপর নিজ বাহিনী নিয়ে মস্কোর পথে 'ন্যায়ের জন্য পদযাত্রা' শুরু করবেন, এ কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। প্রিগোশিন অনেক আগে থেকেই রুশ যুদ্ধমন্ত্রী সের্গেই শোইগু ও সেনাপ্রধান গেরাসিমফের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দিনের পর দিন বিষোদ্গার করে গেছেন। একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব এই যুদ্ধে পুতিনের জন্য জয় ছিনিয়ে আনা, এমন দাবিও তিনি করেছেন। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শোইগু ও গেরাসিমফের অযোগ্যতা। তিনি এমন কথাও বলছিলেন যে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতেই এসব জেনারেল পুতিনকে ভুল তথ্য দিয়ে যুদ্ধে ঠেলে দেন। সব জেনেশুনেও পুতিন এই দুই পক্ষের বিবাদে নাক গলাননি, তা সম্ভবত সুপরিকল্পিত। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে এখনো জয় আসেনি, তাতে তিনি নিজে দায়ী নন, সব দায়ভার এসব পেশাদার জেনারেলের অযোগ্যতা। প্রিগোশিনকে দিয়ে সে কথা বলিয়ে নেওয়াই হয়তো তাঁর লক্ষ্য ছিল। বিপত্তি বাধল যখন দুই সপ্তাহ আগে শোইগু ভাগনারের সেনাদের অবিলম্বে রুশ বাহিনীর সঙ্গে চুক্তি করার নির্দেশ দিলেন। সে নির্দেশের অর্থ ছিল ভাগনারের নিয়ন্ত্রণভার প্রিগোশিনের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া। তাতে বেঁকে বসলেন তিনি। সৈন্যসামন্ত নিয়ে রওনা হলেন মস্কোর দিকে। ঠিক কী লক্ষ্য ছিল এই অভিযানের, তা স্পষ্ট নয়, তাঁর সেনারা যত দক্ষই হোক না কেন, রুশ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি কোনোভাবেই জয়লাভ করবেন না, এ কথা নিশ্চিত। তাহলে কোন ভরসায় তিনি চার নম্বর হাইওয়ে ধরে মস্কোর পথে যাত্রা শুরু করলেন? রাশিয়া মূলত একটি অলিগার্কি, হাতে গোনা কিছু অতি ধনী ও ক্ষমতাবান মানুষ দেশটিকে নিজেদের মুঠোয় ধরে রেখেছেন। এই ক্ষমতা বলয়ের কেন্দ্রে পুতিন, কিন্তু তিনি নিজেকে যতই ক্ষমতাবান মনে করুন, গোষ্ঠীপতিদের সমর্থন ছাড়া টিকে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে পশ্চিমা দেশগুলোর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে এসব অলিগার্কের বিলাসব্যসনে টান পড়েছে, অনেকের প্রমোদতরি বাজেয়াপ্ত হয়েছে, বিদেশ সফরে নিষেধাজ্ঞা নেমে এসেছে। ফলে তাঁরা পুতিনের প্রতি অসন্তুষ্ট।

এই প্রশ্নের উত্তর এখনো জানা যায়নি।

## সম্পাদকীয়

# ইউক্রেন যুদ্ধে যেভাবে ফায়দা তুলছে ভারত

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্কে নানা সংযোজনবিয়োজন ঘটেছে। এখনো এই ধারা অব্যাহত। এর মধ্যে ভারত রাশিয়া এবং ইউক্রেনপন্থী পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে একটি কৌশলগত অবস্থান বেছে নিয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশগুলো মস্কোর ওপর একচেটিয়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। এর অংশ হিসেবে পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়াকে তেলের দামও বেঁধে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে আঘাত করা এবং একই সঙ্গে বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ স্থিতিশীল রাখা। রাশিয়ার সস্তা এই তেল ভারতসহ নতুন বাজার খুঁজে পায়। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সির হিসেবে ভারত এখন প্রতিদিন রাশিয়া থেকে বিশ লাখ ব্যারেল তেল কিনছে। দেশটি যে পরিমাণ তেল আমদানি করছে, তার ৪৫ শতাংশেরই জোগান দিচ্ছে রাশিয়া। এই তেল শুধু ভারতের অর্থনীতিতে যুক্ত হয়নি, রাশিয়ার সস্তা তেল ভারতকে লাভজনক ব্যবসার পথ খুঁজে দিয়েছে। অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করে ভারত অন্যান্য অঞ্চলেও



রপ্তানি করছে। যে দেশগুলোয় হঠাৎ করে জ্বালানির প্রয়োজন পড়ছে তারাই মূলত ভারতের কাছ থেকে এই তেল কিনছে। ক্রেতাদের তালিকায় আছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও। যদিও ইইউ সরাসরি রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ রেখেছে। অন্য দিকে সমুদ্রপথে রাশিয়া যত তেল রপ্তানি করে বছর খানিকের মাথায় ভারত তার প্রায় অর্ধেকের ক্রেতা হয়ে গেছে। অথচ আগে ভারত রাশিয়া থেকে দৈবাৎ তেল কিনত। রাশিয়া বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। এই তেলের কিছু অংশ তারা পাইপলাইনে রপ্তানি করে থাকে। প্রচুর বিনিয়োগ ছাড়া এই পথের বিকল্প পাওয়া কঠিন। কিন্তু চীন ও ভারতে ট্যাংকারে করে রাশিয়া যে তেল পাঠায়, সেটির গতিপথ পরিবর্তন করা সম্ভব সহজেই। চীন ও ভারত গত মে তে সাগরপথে রাশিয়া যে অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করে তার প্রায় ৮০ ভাগ কিনে নিয়েছে। মস্কোও এখন ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরুর আগে যে পরিমাণ অপরিশোধিত তেল বিক্রি করত, তার চেয়ে বেশি বিক্রি করছে। কিন্তু কম দামে তেল বিক্রির মানে হলো রাশিয়া তার তেল বাণিজ্য থেকে যে আয় করে তার পরিমাণ কমে গেছে। তেলের দাম পড়ে যাওয়ার পেছনে কারণগুলো জটিল। এটা কি পশ্চিমা দেশগুলোর দাম বেঁধে দেওয়ার কারণে, নাকি বিশ্ব বাজারে চাহিদা কমায় তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কারণ যাই হোক, ভারত এ পরিস্থিতি থেকে ফায়দা ওঠানোর পথ করে নিয়েছে। রাশিয়া থেকে আসা অপরিশোধিত তেল গুজরাটের জামনগর বন্দরে প্রথমে পৌঁছায়। সেখান থেকে পাইপে করে পৌঁছায় কাছের শোধনাগারে। জামনগরের এই শোধনাগারের মালিক রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ। এটি বিশ্বের বৃহত্তম তেল পরিশোধন কেন্দ্র যেখানে প্রতিদিন বারো লাখ ব্যারেল তেল পরিশোধন করা সম্ভব। রিলায়েন্সের নিয়ন্ত্রক ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এবং মোদি সরকারের কৌশলগত অংশীদার মুকেশ আম্বানী। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল শোধনাগার জামনগর থেকে দশমাইলেরও কম দূরত্বে অবস্থিত। ভাদিনার কমপ্লেক্স নামে এই শোধনাগারটির মালিক নায়ারা এনার্জি। নায়ারার পঞ্চাশ শতাংশের মালিক রাশিয়ার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত জ্বালানি প্রতিষ্ঠান রোজনেফ্ট। অপর পঞ্চাশ শতাংশের মালিক একটি রুশ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। এ অঞ্চলে বাণিজ্যের প্রসার যেভাবে ঘটছে তাতে রাশিয়ার প্রতিষ্ঠানগুলো ‑ আরেকটু এগিয়ে বলতে গেলে মস্কো ‑ কিছুটা লাভবান হচ্ছে। গত ডিসেম্বরে, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন, ‘ভারতের জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সবচেয়ে ভালো যা হবে তা করাই যৌক্তিক। যদি ভারতীয় জনগণকে গুরুত্ব দেওয়াকে আপনারা সমস্যা মনে করেন, তাহলে আমি দোষী।’ তেল শোধনাগারে যতটা পরিশোধন হচ্ছে তার কিছু অংশ ভারত দেশের ভেতরে ব্যবহার করছে।

# আজ বহুদাযাত্রা ‑ জগন্নাথদেব উল্টোরথে শ্রীমন্দির ফিরবেন

শ্রী গুন্ডিচা মন্দিরে সাত দিন কাটিয়ে ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার নিজশ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন বহুদা যাত্রা নামে পরিচিত।

আজ আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীর দিন শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের বহুদাযাত্রা বা পুনঃ যাত্রা উৎস্ব। সাধারণভাবে আমরা যাকে উল্টোরথ যাত্রা বলে থাকি। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে শুরু হয়েছিল নয় দিনব্যাপী শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব।



নির্মাল্য গাঙ্গুলী
প্রাবন্ধিক

পদ্মপুরাণ বর্ণনা করেছে ঃ আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়ং রথং কু র্যা দ বি শে ষ ত ঃ, আ ষা ঢ় শুক্লৈকাদিশ্যাং জপ হোম মহোৎসব।

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা অনুষ্ঠান শুরু করেশুক্লা একাদশীর দিন পুনঃ যাত্রা করতে হবে।এই সময়ে জপ, হোম করা বিধেয়।

রথযাত্রা দুটি সংস্কৃত শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, ‘রথ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ অক্ষ, যুদ্ধযান বা কোনোপ্রকার যানবাহন অথবা চাকাযুক্ত ঘোড়ায় টানা হালকা যাত্রীবাহী গাড়ি। রং ধাতুর অর্থ ক্রীড়া করা, এর সাথে ছত্রত্রয় যুক্ত হয়ে হয় ‘রথ’। এবং যাত্রা হলো কোথাও গমন, অতিবাহন বা তীর্থযাত্রা। অন্যদিকে জগন্নাথ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জগৎ বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু।

রথযাত্রার পঞ্চম দিনে হয় হেরা পঞ্চমী। আসলে রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথদেবের পত্নী মা মহালক্ষ্মী মন্দিরে একাই থেকে যান। কথিত, এইদিন ক্রুদ্ধ মহালক্ষ্মী গুণ্ডিচা মন্দিরে একটি পালকিতে করে সুবর্ণ মহালক্ষ্মী রূপে এসে উপস্থিত হন এবং যত শীঘ্র সম্ভব মন্দিরে ফেরার জন্য জগন্নাথদেব'কে ভয় দেখান। মহালক্ষ্মীকে তুষ্ট করার জন্য জগন্নাথ তাকে ‘আজ্ঞা মালা’ (সম্মতির মালা) উপহার দেন। ক্রুদ্ধ মহালক্ষ্মীর থেকে রক্ষা করতে সেবকেরা শ্রীগুণ্ডিচার প্রধান দরজাটি বন্ধ করে দেন। মহালক্ষ্মী নাকাচনা দ্বার দিয়ে প্রধান মন্দিরে ফিরে আসেন। একটি স্বতন্ত্র প্রথা অনুসারে, মহালক্ষ্মী তার অন্যতম অনুচরকে জগন্নাথের রথ নন্দীঘোষের চাকার একটি অংশ ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। গুণ্ডিচা মন্দিরের বাইরে একটি তেঁতুল গাছের পিছনে লুকিয়ে তিনি এটি দেখেন। কিছুক্ষণ পর তিনি লুকিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে আসেন এবং হেরা গোহরি পথ নামে একটি আলাদা পথে মন্দিরে প্রবেশ করেন।

আষাঢ় মাসের সপ্তম দিনে শুরু হয় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি। গুন্ডিচা মন্দিরে সকালের পূজার পরে, তিন দেবতার কাছে তিনটি আজ্ঞামালা অর্পণ করা হয় এবং সারদাবালিতে অবস্থিত তিনটি রথকে পবিত্র করা হয়। দক্ষিণ মোড় অনুষ্ঠানে ফিরতি যাত্রায় রথগুলো দক্ষিণমুখী হয়ে শ্রীমন্দিরের দিকে মুখ করে রাখা হয়। ফিরতি যাত্রার আগে রথত্রয় নাকাচনা দ্বারের কাছে রাখা থাকে।রথভোগ হল একটি বিশেষ শুকনো খাবার যা দক্ষিণ মোড় অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে পরিবেশন করা হয়।প্রত্যাবর্তন যাত্রা শুরু হয় আষাঢ় শুক্লপক্ষ দশমী তিথির বিকেলে। বহুদা যাত্রার সাথে অনেক আচার অনুষ্ঠান জড়িত। প্রথম আচার হিসেবে ভোর ৪টার সময় মঙ্গলারতি হয়। এর পরে, পুরোহিতরা তড়প লাগি এবং রোজা হোম করেন।উভয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে আনুমানিক ৩০ মিনিট সময় লাগে এবং তারপরেঅবকাশ এবং সূর্যদেবের পূজা হয়। যাত্রা শুরুর আগে, পুরোহিতরা ভগবান জগন্নাথের দ্বাররক্ষকদের পূজা করেন, যা দ্বারপাল পূজা নামে পরিচিত। এর পরে গোপালবল্লভ এবং সকাল ধুপ হয় যা প্রায়



ঘন্টাখানেক ধরে চলতে থাকে। এরপরসেনাপতলাগির অনুষ্ঠান করা হয়।

তারপর দেবতাদের গুন্ডিচা মন্দির থেকে পহাণ্ডী (বিশেষ শোভাযাত্রা) মধ্যে দিয়ে আনা হয়করতাল ও ঘণ্টাধ্বনি এবং শঙ্খনিনাদ সহকারে। দেবতাদের নিজেদের রথে একে একে নিয়ে যাওয়া হয় জগন্নাথদেবকে নন্দীঘোষ, বড়ঠাকুর বলভদ্রকে তালধ্বজ এবং দেবী সুভদ্রাকে দর্পদলনে। সুভদ্রার (দর্পদলন) রথটি মাঝখানে, তার পরে পশ্চিমে বলভদ্রের (তালধ্বজ) রথ এবং সবশেষে পূর্বে জগন্নাথের (নন্দীঘোষ) রথ। মাঝখানে সুভদ্রা, ডানে জগন্নাথ এবং বামদিকে বলভদ্র।তাহিয়া (মুকুট) অ অন্যান্য সাজে এরপর দেবতারা নিজ নিজ রথে উপবিষ্ট হন।

পুরী গজপতি মহারাজের দ্বারা সম্পাদিত ছেরা পানহারা নামে একটি বিশেষ আচারের পর, ভক্তরা রথগুলিকে মূল মন্দির শ্রীমন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। রাজার অনুপস্থিতিতে মুদিরাস্ত, এক ব্রাহ্মণ বালক, তা করেন। ওড়িশি এবং গোটিপুয়া নৃত্যশিল্পীরা রথের সামনে ভক্তিমূলক সঙ্গীতের সুরে নানান নৃত্য পরিবেশন করেন। একইভাবে, মার্শাল আর্টিস্টরা দেবতাদের সামনে একটি ঐতিহ্যবাহী মার্শাল আর্ট ‘বনতি’ পরিবেশন করেন।অভিনয়শিল্পীরাও হনুমান , বিভিন্ন মহাকাব্য এবং পুরাণের ব্যক্তিত্বের মতো সেজে যাত্রাপথে থাকেন। সেবায়েতগণ মদন মোহন, রাম এবং কৃষ্ণের মূর্তিগুলি জগন্নাথ এবং বলভদ্রের রথে নিয়ে যান। বিকেলে রথ টানা শুরু হয়।

ফিরতি যাত্রার সময়, তিনটি রথ শ্রীজগন্নাথদেবের মাসিকে উৎসর্গ করা মৌসিমা মন্দিরে, যা দেবী অর্ধাশোষিনীর মন্দির নামেও পরিচিত, কিছুক্ষণের জন্য থামে। এইখানে তিন দেবতাকে ‘পোড়া পিঠা’ (চাল, নারকেল, মুসুর ডালএবং গুড় দিয়ে তৈরি বিশেষ মিষ্টি) নিবেদন করা হয় এবং তার পরে, আবার যাত্রা শুরু হ্য়।এর পরে, জগন্নাথের রথ লক্ষ্মীনারায়ণ ভেট বা লক্ষ্মীর সমাবেশের জন্য গজপতির প্রাসাদের সামনে থামে।তারপর রথের রশিতে আবার টান পড়ে চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে।কথিত আছে, এই সাতদিন প্রভুর সঙ্গে মা লক্ষ্মী সরাসরি থাকেন না, আর শ্রীগুন্ডিচা মন্দিরে গোপীদের সঙ্গে লীলায় মত্ত হন জগন্নাথ। যার খেসারত অবশ্য শ্রীমন্দিরে ফেরার সময় দিতে হয় জগন্নাথদেব'কে। স্ত্রী লক্ষ্মীর মানভঞ্জন করতে রসগোল্লা নিয়ে আসেন প্রভু জগন্নাথ, এবং রসগোল্লা খাইয়ে মানভঞ্জন হয়। এমনই সব লোককথার ভিড়ে জগন্নাথ হয়ে উঠেছেন প্রাণের দেবতা।

কথিত আছে,একবার শ্রীকৃষ্ণশ্রীরাধার কুঞ্জে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু পথে চন্দ্রাবলী আটকে দিলেন। পথে বিলম্বের দরুন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধার কাছে যাওয়ার পর প্রসঙ্গত বলেছিলেন 'দেহ রথে যদি নাই এলে প্রভু, মনোরথে কেন এলে না?আমরা আমাদের মনোরথকে নিয়ে যাব শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের উল্টো রথযাত্রায়।

কঠোপনিষদে আছে‘রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে’। অর্থাৎ রথের উপরে জগন্নাথকে দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এ কারণেই মানুষ রথ দেখতে যায়। রথের রশি ধরে টান দেয়। রথ চালনা বা রথের রশি ধরাতেই তো পূজা।

ঐতিহাসিক তথ্যমতে, অনঙ্গভীমদেব ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথযাত্রা উৎসবের প্রচলন করেন। পুরীর রথযাত্রার পরে বাংলাদেশের ধামরাইয়ের যশোমাধবের রথযাত্রা উপমহাদেশ বিখ্যাত। এবং ঢাকায় ইসকন পরিচালিত রথযাত্রা উৎসব সর্ব্ববৃহৎ। এই বছর রেকর্ড ৩ লক্ষাধিক জনসমাগম হয়েছিল ঢাকার রথযাত্রায়।

স্বামী মানে ঈশ্বর বা প্রভু, জগতের নাথ জগন্নাথ। কিন্তু তাঁর হাতপা নেই। এ বিষয়ে সর্ববৃহত পুরাণ স্কন্দ পুরাণের উৎকলখণ্ডে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। ভগবান জগন্নাথ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বপ্নে দেখালেন আমি হস্তপদ রহিত হলেও অপ্রকৃত হস্তাদি দ্বারা ভক্তের সেবা গ্রহণ করব এবং বিশ্বজগতের কল্যাণ সাধন করব। তুমি পূজা কর। তখন স্বয়ং ব্রহ্মা, রাজার অনুরোধে প্রীত হয়ে ঐ মূর্তিতে চক্ষু ও প্রাণদান করেন এবং নিজে পুরোহিত হয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠাপূর্বক পূজা করেন।

পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্র পুরীতে রথত্রয়ের প্রস্তুতির কাজ আরম্ভ হয় বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ায়, যা সম্পুর্ন হতে ৫৮ দিন লাগে। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রায় ভগবানের তিন মূর্তি স্বরূপকে রত্ন সিংহাসন থেকে স্নানবেদীতে নিয়ে এসে স্নান করানো হয়। এই সময় দারুব্রহ্ম দিয়ে প্রস্তুর মূর্তি বিরূপ আকার ধারণ করে।একে বলা হয় অনবসর বা জ্বর হয়েছে। তাঁদের নিরোধন গৃহে (দরজা বন্ধ রেখে) সেবা শুশ্রূষা ও নবযে।বনদানের কাজ চলে। এক পক্ষকাল ভক্তদের দর্শন অবকাশের পরে১৬তম দিনে তাঁরা দর্শন দেন। এরপর নবরস আস্বাদনের জন্য ভক্ত সঙ্গে মিলিত হয়ে রথে চড়ে গুণ্ডিচায় গমন করেন। রথযাত্রায় ভগবান ভক্তবৃন্দের সাথে মিলিত হন। বিভিন্ন ব্যস্ততায় যারা ভগবানকে দর্শনের সুযোগ পান না, যাঁরা সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী নন ও শ্রীমন্দিরে প্রবেশিধাকার নেই, যাঁরা শারীরিক কারণবশত দর্শন করতে পারেন না তাঁদের সকলকেভগবান নিজেই মন্দির থেকে বাইরে এসে নিজের কৃপাদর্শন দেন। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উল্টোরথ যাত্রায় মন্দিরে প্রবেশ করেন।

রথযাত্রায় সহজলভ্য ফল কলা এবং অন্যান্য ফলাদি আস্ত করে ছুঁড়ে দেয়া হয়। স্বয়ং জগন্নাথ রথযাত্রায়, ভক্ত সঙ্গে থাকেন বলে ‘সকলের মধ্যে আমিও প্রসাদ গ্রহণে অধিকারী’ হিসেবে আস্ত ফল ছুঁড়ে দেয়া হয়। আর তা এমনিই প্রসাদ হয়ে যায়, আলাদা করে নিবেদনের প্রয়োজন হয় না।

আমরা সকলেই জানি শ্রী জগন্নাথদেব হলেন সারা জগতের নাথ।যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ, জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে।।

রথযাত্রার পুণ্যে আমাদের সবার আত্মা মুক্তির রাজ্যে পৌঁছুক। শান্তিতে থাকুক সকলে। প্রণাম জানাই ঃ

নীলাচল নিবাসায় নিত্যায়ঃ পরমাত্মনে,
বলভদ্র সুভদ্রাভাং জগন্নাথায়তে নমোঃ।।

আগামী ২০২৪ সালে রথযাত্রা ৭ই জুলাই আর উল্টোরথ ১৫ই জুলাই অনুষ্ঠিত হবে।

## সাময়িকী

# এআইইউডিএফ এবং বাম দলগুলো যত কষ্ট পাবে তত তিনি রাতে শান্তিতে ঘুমোতে পারেন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**এই ডিলিমিটেশনের খসড়া মান্যতা পেলে কংগ্রেসের চোখ দিয়ে এত জল বেরোবে যেটা ঝড়বৃষ্টিতেও পাওয়া যায় না, ৫০ বছরের জন্য কংগ্রেসের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে**



সব্যসাচী শর্মা
কলামিস্ট

এআইইউডিএফ দলটিকে জ্বালাতন করার জন্যই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন বলে ঘোষণা করেন ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এআইইউডিএফ এবং বাম দলগুলো যত কষ্ট পাবে তত তিনি রাতে শান্তিতে ঘুমোতে পারেন। ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদ স্বাভাবিক বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন একবার এই ডিলিমিটেশনের খসড়া মান্যতা পেয়ে গেলে কংগ্রেসের চোখ দিয়ে এত জল বেরোবে যেটা ঝড়বৃষ্টিতেও পাওয়া যায় না। এই ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে ৫০ বছরের জন্য কংগ্রেসের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে সোমবার আযো়জিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে রাজ্যে বর্তমান অব্যাহত থাকা ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত নিজের মতামত তুলে ধরেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এআইইউডিএফ এবং আজমলের লোকেরা যখন ছটফট করে তখন তার রাত্রে ঘুম ভালো হয়। এআইইউডিএফ দলটিকে জ্বালাতন করার জন্যই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। বরাক উপত্যকায় এরাই আন্দোলন করছেন এবং তারা আন্দোলন করলেই তিনি ভালো করে ঘুমোতে পারেন। বরাক উপত্যকায় এআইইউডিএফ বিধায়ক নিজামুদ্দিন লস্কর আন্দোলন করছেন এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন বেচারার আসন চলে গেছে। ফলে তার আন্দোলন করা স্বাভাবিক। এআইইউডিএফ এর মত বাম দলগুলো এভাবে ছটফট করলে তিনি অনেক শান্তি পান বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অন্যদিকে ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রতিবাদ করা স্বাভাবিক। কারণ আগামী ৫০ বছরের জন্য কংগ্রেসের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন একবার এই ডিলিমিটেশনের খসড়া মান্যতা পেলে কংগ্রেসের চোখ দিয়ে এত জল বেরোবে যেটা ঝড়বৃষ্টি জলও কংগ্রেসের চোখের জলকে হারাতে পারবে না। ঝড় তুফান বৃষ্টি দিতে যত জল হয় সেটার থেকেও বেশি কংগ্রেসের চোখের জল হবে। ফলে এক্ষেত্রে প্রতিবাদ হওয়াটি স্বাভাবিক বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ইচ্ছামত কোনো কেন্দ্র থেকে এসসি সংরক্ষণ মুছে দেওয়া হল কিংবা কোনো কেন্দ্রে নিজের ইচ্ছায় এসসি সংরক্ষণ জুড়ে দেওয়া হল কথাটি এত সহজ বিষয় নয়। এভাবে সংরক্ষণ দেওয়া কিংবা মুছে দেওয়া যায় নাকি বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যেখানে এসসি ব্যক্তি বেশি থাকবেন সেই আসনটি এসসি সংরক্ষণ হবে। যেখানে তফসিলি উপজাতির লোক বেশি থাকবে সেই আসনটি তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। যেখানে সাধারণ মানুষ বেশি থাকবে সেই আসনটি সাধারণের জন্য থাকবে। এটা এক সাংবাদিক প্রক্রিয়া। করিমগঞ্জের আসনটি দীর্ঘদিন ধরে এসসি সংরক্ষণ হিসেবে ছিল। এবার সেটা সাধারণ শ্রেণীর জন্য রয়েছে। স্থানীয় এলাকাবাসী এক্ষেত্রে খুশি। একইভাবে ধেমাজিতে তিনটি আসন এসটি সংরক্ষণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে দুটি আসন এসটি সংরক্ষণ এবং একটি সাধারণ শ্রেণীর জন্য হয়েছে। সেখানেও স্থানীয় নিবাসী সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। গোয়ালপাড়ায় তিনটি আসন এসটি সংরক্ষণ হয়েছে। গোয়ালপাড়া, দুধনৈ এবং বোকো এই তিনটি আসন এসটি সংরক্ষণ স্থানীয় ব্যক্তিরা খুশিতে বলেছেন যে তারা বেঁচে গেছেন। সেখানে জনগাঁথনির পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় এলাকাবাসী এক্ষেত্রে আনন্দিত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

## জানা অজানা

# বাংলা শেখা কোনো অপরাধ নয় বরং লাভই আছে

**সুনীল কুমার দে**

বাংলা শেখা কোনো অপরাধ নয় বরং লাভই আছে।বাংলা আমাদের মাতৃ ভাষা,মায়ের ভাষা ও মুখের ভাষা।এই বাংলা ভাষা আজও ভারতে দ্বিতীয় স্থানে ও বিশ্বে পঞ্চম স্থানে আছে।তাই বাঙালিরা নিজেদের বাংলা কে নিয়ে গর্ব করুন,বাংলা শিখুন ও নিজেদের ছেলে ও মেয়েদের কে বাংলা শিখান।যদিও আমাদের ঝাড়খন্ডে ৪২ প্রতিশত বঙ্গ ভাষিরা থাকা সত্বেও স্কুলে বাংলা পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যা খুবই দুর্ভাগ্য ও অপমান জনক বিষয় তবু নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচানোর দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের বাঙালিদের থাকা উচিত। আমরা নিজেদের ঘরে, ক্লাবে, সমিতি তে,আশ্রমে ছেলে মেয়েদের কে বাংলা শিখাতে পারি এতে আমাদের জাত যাবে না,আমরা ছোট হয়ে যাবো না ও আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।তাই বাংলা ভাষা কে বাঁচানোর জন্য ঝাড়খন্ডের কিছু কিছু সংগঠন কিছুদিন থেকে বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাশ শুরু করেছে তাদের মধ্যে হাতার মাতাজী আশ্রম, ঘাটশিলার গৌরী কুঞ্জ,কালিকা পুরের রাধা গোবিন্দ সেবা সমিতি, গোবিন্দপুরের বীণাপানি ক্লাব,খয়ের পালের বাংলা ক্লাব আদি অন্যতম।ইনাদের প্রয়াস কে সাধুবাদ জানানো উচিত।সংখ্যা দেখার নয় প্রয়াস কে দেখতে হবে। কোনো ভালো কাজে একদিনেই হাজার হাজার লোক আসবে না।ধীরে ধীরে মানুষ জাগবে ও মাতৃভাষা বাংলা কে বাঁচানোর প্রয়োজনীয়তার মহত্ব নিশ্চয়ই বুঝবে। আমাদের মাতাজী আশ্রমে বিগত দু মাস থেকে নিয়মিত প্রতি রবিবারে সকাল ৯ টায় বাংলা শেখানো হচ্ছে নিশুলক ভাবে।বই,খাতা ও কলম সব কিছু আশ্রম থেকে ফ্রী দেওয়া হচ্ছে।তাই যারা বাংলা শিখতে চান তারা মাতাজী আশ্রমে যোগাযোগ করুন।এই সুযোগ হেলায় হারাবেন না।নিজেদের মানসিকতাকে বদল করুন ও নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি কে রক্ষা করুন।

# যুক্তরাষ্ট্র ও মিশর সফর সেরে দেশে ফিরে মন্ত্রীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর মোদীর

যুক্তরাষ্ট্র ও মিশরএ ছয়দিনের সফর শেষ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ২৬ জুন সকালে রাজধানী দিল্লি ফিরেছেন। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি। ছিলেন দিল্লির কয়েকজন সাংসদ। প্রধানমন্ত্রী বিমান থেকে নেমেই নাড্ডার কাছে জানতে চান, দেশ কেমন চলছে? কেমন চলছে বিজেপির জনসংযোগ যাত্রা? নাড্ডা জানান, দেশ একেবারে স্বাভাবিক। আর বিজেপির কর্মসূচি পরিকল্পনামতো খুব ভালই চলছে। নেতামন্ত্রীরা রাজ্যে রাজ্যে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরে কিছু সময় কাটিয়ে বাসভবনে যান। সেখানেই জানিয়ে দেন দুপুরে তিনি কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান। সেই মতো প্রধানমন্ত্রীর অফিসে বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীর পুরি প্রমুখ। সরকারি সূত্রে খবর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রীকে মূলত মণিপুর পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত জানিয়েছেন মণিপুর নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক সম্পর্কে। রবিবার ২৫ জুন রাতে দিল্লিতে তলব করা হয়েছিল মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহকে। রাতেই তিনি ইম্ফলে ফিরে যান। সর্বদলীয় বৈঠকে একাধিক দল বীরেনের অপসারণ দাবি করেছে। এই দাবি উঠেছে বিজেপির অন্দরেও। দিল্লিতে অবস্থানরত বিজেপির নয় জন বিধায়ক প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর সাক্ষাৎ চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের মূল্য কিছুটা কমে যাওয়ায় দেশে জ্বালানির দাম কমবে বলে পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী ক'দিন আগে আশ্বাস দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রধানমন্ত্রী সেই বিষয়ে আলোচনার জন্যই পুরিকে বৈঠকে তলব করেছিলেন।

সরকারি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ২৭ জুন প্রধানমন্ত্রীর বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম হল মধ্যপ্রদেশ সফর। মঙ্গলবারেই প্রধানমন্ত্রী আরও পাঁচটি নতুন বন্দে ভারত ট্রেনের সূচনা করবেন।



## পাঠকের চিঠি

### আমরা বাংলা শিখবো কেন?

আপনারা অনেকেই বলবেন, আপনারা এতো বাংলা বাংলা করছেন,কি আছে বাংলা ভাষায়।আমরা বাংলা শিখবো কেন।বাংলা ভাষা শিখলে কি আমাদের কেরিয়ার তৈরি হবে।আমরা মডার্ন হতে পারবো।প্রথমত বলি,,বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা,মায়ের ভাষা যে ভাষায় প্রথম মা বলেছি।সেই ভাষা,শিখবো না,জানবো না।দ্বিতীয়ত কেরিয়ারের কথা আমরা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ে বাংলা শিখেছি,হিন্দি শিখেছি,ইংরেজি শিখেছি ও সংস্কৃত শিখেছি।চাকরি করেছি,বড় হয়েছি ও মানুষ হয়েছি।তৃতীয়ত আধুনিক বা মডার্ন হওয়া।রাশিয়া,চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের মানুষেরা নিজেদের মাতৃভাষা কে নিয়ে আধুনিক হয়নি,মডার্ন হয়নি,উন্নতি করেনি।তাই ভাষা কোনো বাধা নয়।মেধা থাকলে যে কোনো ভাষা নিয়ে বড় হওয়া যায়।চতুর্থত, আমাদের বাংলা ভাষাতে যে সব উন্নত ধরণের গান আছে যেমন পদাবলী,বাউল,শ্যামা সংগীত,রবীন্দ্র গীতি,নজরুল গীতি,পল্লীগীতি প্রভৃতি তা গাইবো কেমন করে যদি না বাংলা জানি। সব কিছু তো বাংলাতেই লেখা। পঞ্চমত রামায়ণ, মহাভারত, গীতা,ভাগবত, পুরান,লক্ষীর পাঁচালি,কথামৃত আদি সবই তো বাংলায়,বাংলা না জানলে সেই সব শাস্ত্র পাঠ করবো কি করে,জ্ঞান অর্জন করবো কি করে।ষষ্ঠমত পাঁজি বাংলাতে লেখা যা আমাদের প্রতিদিন প্রতিটি কাজে দরকার।আমরা যদি বাংলা না জানি তাহলে পাঁজি টা দেখবো কি করে।মা,বাবা,কাকিমা,কাকাবাবু,মামী মা,জ্যেঠিমা, পিসি বাবু, পিসি মা সবই তো বাংলা শব্দ যেখানে মধুরতা ও আত্মীয়তা আছে।বাংলা না জানলে তা বলবো কি করে। এবার বাঙালী ভাই ও বোনেরা একটু চিন্তা করুন আমাদের বাংলা জানা কেন প্রয়োজন। তাই বাংলা শিখুন,বাংলা পড়ুন ও বাংলা বলুন। কারণ, মোদের গরব,মোদের আশা,আমরি বাংলা ভাষা।

**সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, Fax : 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

# সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও দুই বছরে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানো যায়নি বলে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**গুয়াহাটির কৃত্রিম বন্যা হাঁটু জল পর্যন্ত হলেও মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের বন্যার জ্বর মাথার উপরে রয়েছে**

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** রাজ্যে ক্রমবর্ধমান সড়ক দুর্ঘটনার মামলার ক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত দুই বছরে অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরেও এই সড়ক দুর্ঘটনা ঠেকানো সম্ভবপর হয়ে উঠছে না কিংবা সড়ক দুর্ঘটনা সংখ্যা কমানো যাচ্ছেনা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে এক্ষেত্রে নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। গুয়াহাটির কৃত্রিম বন্যার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের বন্যার তুলনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন গুয়াহাটির কৃত্রিম বন্যা হাঁটু জল পর্যন্ত হলেও মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের বন্যার জ্বর মাথার উপরে রয়েছে।

গুয়াহাটি মহানগরের জিএমসিএইচ প্রেক্ষাগৃহে আযোজিত এক অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন গত দু'বছর ধরে সরকার নিজস্বভাবে বহু প্রচেষ্টা করলেও সড়ক দুর্ঘটনা সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আগামীকাল রাজ্যের জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। সম্পূর্ণ টিম এক্ষেত্রে কাজ করছে। কিন্তু এরপরেও দুর্ঘটনা কমানো যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরে প্রত্যেকেই হেলমেট পরিধান করেন। কিন্তু মহানগর পার করে আমিনগাঁও, রঙ্গিয়া পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে হেলমেট খুলে ফেলে। ছোট ছোট থানা এলাকাগুলোতে লোক হেলমেট হেলমেট পরিধান করেন না বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর সংখ্যাও অনেক বেশি। জাতীয় সড়ক নির্মাণ সম্পূর্ণ নাওয়ার ফলেও এখানে দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন সড়কে সঠিকভাবে সংকেত না থাকার ফলেও বহু দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সড়ক দুর্ঘটনার বিভিন্ন কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। কিভাবে দুর্ঘটনা কমানো যায় সে ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই বিষয়ে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে যতটুকু সফলতা পাওয়ার কথা ছিল সেটা পাওয়া যায়নি। কিন্তু তা বলে সরকার চুপচাপ বসে থাকবে না। নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

অন্যদিকে গুয়াহাটি মহানগরে পানীয় জলের পাইপ ফুটো হলে সাংবাদিকরা ভাবেন যে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অ্যাংটিইনকামপেন্সি গড়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এটা সাংবাদিকদের ধারণা। কিন্তু ধারণা এবং সত্য তার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তিনি বলেনগুয়াহাটি মহানগরে কৃত্রিম বন্যা হলে সাংবাদিকরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু গুয়াহাটির কৃত্রিম বন্যা হাঁটু জল পর্যন্ত হলেও মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের বন্যার জ্বর মাথার উপরে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন হাঁটুর নিচ থেকেও মহানগরের জল সরাতে হবে। কিন্তু বর্তমান মহারাষ্ট্রকে পরাস্ত করতে পাড়া অসমের এটা সাফল্য। কৃত্রিম বন্যার ক্ষেত্রে গুয়াহাটি মুম্বাইতে পরাস্ত করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিকে অসম সচিবালয়ে ইন্টারভিউ ছাড়া বড়ো ভাষার জন্য কর্মচারী নিযুক্তির সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে তিনি জানেন না। তবে বাস্তবে ইন্টারভিউ ছাড়া যদি কোন ধরনের নিযুক্তি হয় সেটা গুয়াহাটি হাইকোর্টকে সামান্য চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেই এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। মামলা করার প্রযোজনীয়তা নেই। শুধুমাত্র গুয়াহাটি হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

## বরাকের ডিলিমিটেশনের নতুন সীমানা নিয়ে ধন্যবাদ জানাতে শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় গুয়াহাটিতে এসেছেন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**মন্ত্রী অশোক সিংহলের সঙ্গে বরাকের বিজেপি নেতাদের প্রতিনিধি দলের প্রায় চার ঘন্টার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক**

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** অবশেষে বরাক উপত্যকার অসন্তোষ দিসপুর এসে পৌঁছে গেল। রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের পর থেকে বরাক উপত্যকায় শাসক দল বিজেপির একাংশ নেতাদের মধ্যে ক্ষোভের দানা বেঁধেছে। তবে সেটা খোলাখুলি ভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হচ্ছে না। ফলে বিষয়টির এস্পার উসপার করতে শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়ের নেতৃত্বে বরাকের একটি প্রতিনিধি দল বর্তমান গুয়াহাটি মহানগরে এসে আস্তানা গেড়ে রয়েছে। দলটি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী অশোক সিংহলের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। তবে মনে ক্ষোভ থাকলেও যাবতীয় পরিস্থিতি খসড়া অনুযায়ী আপাতত হজম করে নিয়েছে প্রতিনিধি দলটি। তবে সংসদ রাজদীপ রায় তাকে ধন্যবাদ জানাতে গুয়াহাটি এসেছেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বরাকের ডিলিমিটেশনের নতুন সীমানা নিয়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাতে সাংসদ রাজদীপ রায় গুয়াহাটিতে এসেছেন। বরাক উপত্যকার ভারতীয় মূলের প্রত্যেকেই খুশি বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত বরাক উপত্যকার শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাজদীপ রায়ের নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল গতকাল গুয়াহাটি মহানগরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। এই দলটিতে জেলার দুই সাধারন সম্পাদক শশাঙ্কচন্দ্র পাল, অভ্রজিৎ চক্রবর্তী এবং শিলচর বিধানসভার চারজন মন্ডল সভাপতি শ্যামল দেব, দুলাল দাস, জয়জ্যোতি দে এবং শান্তনু রায় রয়েছেন। তাছাড়া মন্ত্রী পরিমল শুক্লবদ্য, শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, উদারবন্দের বিধায়ক মেহের কান্তি সোম তাদের সঙ্গ দিয়েছেন। দলটি গতকাল প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। বরাকের বিজেপির প্রতিনিধি দলটি মূলত ডিলিমিটেশনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। ডিলিমিটেশনের গাইডলাইন অনুযায়ী বরাকের যাতে কোনো ধরনের ক্ষতি না হয় সেই দিকে তিনি নজর রেখেছেন বলে দলটিকে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ডিলিমিটেশনের খসড়া সংক্রান্তে বিস্তারিত আলোচনার পর সোমবার সাংসদ রাজদীপ রায়ের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি সকাল ১১ঃ০০ টা নাগাদ মন্ত্রী অশোক সিংহলের সরকারি বাসভবনে উপস্থিত হয়েছিল। এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা পবিত্র মার্গেরিটা, মন্ত্রী পরিমল শুক্লবদ্য, লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায়, শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, উদারবন্দের বিধায়ক মেহের কান্তি সোম সহ বরাক বিজেপির পদাধিকারীরা অংশগ্রহণ করেছেন। মন্ত্রী অশোক সিংহলের সঙ্গে বরাকের প্রতিনিধি দলটি প্রায় চার ঘঃটা ধরে আলোচনা করেছে। তবে বেলা দেড়টা নাগাদ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবদ্য সেই বৈঠক ছেড়ে চলে যান। দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বরাকের নেতারা নিজেদের যাবতীয় অসন্তোষ সম্পর্কে মন্ত্রীর সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে বরাক উপত্যকার দুটি কেন্দ্র বিলুপ্তি করা বিষয়টিও আলোচনা স্থান পেয়েছে। তবে দীর্ঘ সময়ের বৈঠকের পরেও এর কোনো সুমিমাংসা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তবে নিরুপায় বরাকের বিজেপির দলটি আপাতত ভাবে খসড়া অনুযায়ী যাবতীয় পরিস্থিতি স্বীকার করে নিয়েছে বলে জানা গেছে।

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে সাংসদ রাজদীপ রায় বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ অনুযায়ী বরাকের বিজেপি এগিয়ে যাবে। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অন্য কথা বললেও তিনি মুখে বলেন ডিলিমিটেশন নিয়ে কোন ধরনের অসন্তুষ্টি নেই। তিনি এবং তার পরিবার গত ৭৫ বছর ধরে রাজনীতিতে রয়েছেন। ফলে বরাক ব্রহ্মপুত্র বলে কথা নয়। প্রত্যেক স্থানে অসমের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। ডিলিমিটেশন সংক্রান্তে কিছু স্পষ্টিকরণ জানার ছিল। এর জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে। ফলে একবার মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন সাংসদ রাজদীপ রায়। এদিকে আগামীকাল বিরোধীরা যে বরাক উপত্যকা বন্ধ আহবান করেছে এর তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছে জেলা বিজেপি। দলীয় কর্মী তথা সাধারণ মানুষদের এই বন্ধুকে সমর্থন না করার জন্য বিজেপির জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান জানিয়েছেন সভাপতি বিমলেন্দু রায়।

অন্যদিকে বরাক উপত্যকায় ডিলিমিটেশন নিয়ে অসন্তোষ কিংবা সাংসদ রাজদীপ রায়ের গুয়াহাটি সফর নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ডিলিমিটেশন বরাক উপত্যকার ভারতীয় মূলের ব্যক্তিরা অত্যন্ত খুশি। বরাকের ডিলিমিটেশনের নতুন সীমানা নিয়ে ধন্যবাদ জানাতে শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় গুয়াহাটিতে এসেছেন। তবে তিনি তাদের বলেছেন তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাভ নেই। ধন্যবাদ জানাতে হলে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে। এই কাজটি তিনি করতে পারবেন না। তার এক্ষেত্রে ক্যাপাসিটি নেই। ফলে ধন্যবাদ জানাতে হলে নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাতে হবে বলে তাদের তিনি বলেছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন সাংসদ রাজদীপ রায় তাকে বারংবার ধন্যবাদ জানিয়েছেন তবে তার পরেও কারো কিছু নির্দিষ্ট অনুরোধ থাকে। সেক্ষেত্রে দলের তরফে নির্বাচন কমিশনকে স্মারকপত্র দিতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ডিলিমিটেশন নিয়ে কেউ দুঃখী নন। দুই তিনটি আসন যদি শুধু ভারতীয়দের জন্য হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে সবাই খুশি হবেন। বরাক বন্ধ আহ্বান করা সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। কিন্তু বরাকে যারা ভারতীয় হিসেবে থাকতে চান তারা অত্যন্ত খুশি। তার কাছে অনবরত হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ আসছে। হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ খুশির জোয়ার উঠেছে। হাইলাকান্দি থেকে মেসেজ করে তাকে বলেছেন স্যার বাঁচিয়ে দিলেন। তিনটি আসন অন্যদিকে যাচ্ছিল। কিন্তু বর্তমান একটি আসন তো পাওয়া গেল। শিলচর কেন্দ্রকে এসসি হিসেবে রূপান্তর করা সংক্রান্তে তিনি বলেন জাতির মধ্যে এসসি, এসটি এবং জেনারেল রয়েছে। এবার নিজেদের মধ্যে তিন ভাগ করে দিলে জাতিটি কিভাবে বাঁচবে। ফলে এসসি, এসটি আসনের সংখ্যা যত বাড়বে সেটাকে প্রত্যেকে খোলা মনে স্বীকার করে নিতে হবে। কারণ জেনারেল আসন হয়ে থাকলে ভবিষ্যতে সেটা কেউ নেই নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এসসি, এসটি আসন কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। ফলে ক্ষেত্রে প্রত্যেককে খুশি হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

# বিক্ষোভে মেজাজ হারালো সাংসদ শতাব্দী রায়

**সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ** - ভোটের প্রচারে গিয়ে সোমবার লোকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের গাংপুর গ্রামে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে মেজাজ হারাল বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় । পানীয় জলের দাবিতে শতাব্দীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ । শতাব্দী বলেন, গ্রামবাসীরা বাড়ি পেয়ে সেকথা বলছে না মিথ্যে কথা বলছে । না পাওয়ার তালিকা নিয়ে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে । শতাব্দী মেজাজ হারাতেই বিক্ষোভকারীরা চুপ করে যায় । রবিবার নগরী গ্রামপঞ্চায়েতের বড়গ্রামে আবাস যোজনার বাড়ী, ত্রিপল না পাওয়া,রাস্তার দাবিতে শতাব্দী রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দারা । যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতারা এবং সাংসদের নিরাপত্তারক্ষীরা মহিলাকে সরিয়ে দেয় ।

### চিনপাই গ্রামে বিক্ষোভের মুখে শতাব্দী রায়

**সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)** - পানীয় জলের দাবিতে পঞ্চায়েত ভোটের তৃতীয় দিনের প্রচারে বিক্ষোভের মুখে শতাব্দী রায় । মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ চিনপাই কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় । কালীমন্দির থেকে সভাস্থলের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে ছোটো কালীমন্দিরের আগে পানীয় জলের দাবিতে শতাব্দীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় বন্দনা রায় নামে এক মহিলা । ছিঁড়ে ড্রেনে ফেলে দেয় । পুলিশকে জানিয়েছি । বীরভূম জেলা তৃণমূল কোরকমিটি আহ্বায়ক বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, যার কোনো অস্তিত্ব নেই তাদের নিয়ে তৃণমূল ভাবে না । ওদের কথা ধরে অপপ্রচার করবেন না । বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, তৃণমূল হার নিশ্চিত জানছে । সারাজীবন পরে আছে । নুরুল চুরি করে কিছু টাকা করেছে । পুলিশ প্রশাসনের হাতে পায়ে অদৃশ্য শিকল বাঁধা আছে । নতুন সকাল আসছে এসকাল হচ্ছে বিজেপির সকাল ।

### গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে কড়া বার্তা শতাব্দীর

**সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ** মঙ্গলবার চিনপাই কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় । বটতলায় একটি সভা করেন । সভায় সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, নির্দল প্রার্থীদের পেছনে কারা আছে তাদের চিনতে পারছি । তাদের বরদাস্ত করা হবে না । দলে থেকে কেউ দলবাজি করলে বরাত করা হবে না । প্রতিদিন সকালে আইবির রিপোর্ট যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে । আমেরিকায় বসে কেউ কিছু করলে তা জানতে দুইমিনিট সময় লাগবে না কারণ এখন দুনীতিটা ছোটো হয়ে গিয়েছে ।

### বিজেপির পতাকা হুমকির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

**সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)** সিউড়ি দুইনং ব্লকের কুলেরা গ্রামে সোমবার রাতে বিজেপি পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ উঠে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । পাশাপাশি বিজেপি কার্যকর্তাদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃনমূলের বিরুদ্ধে । সিউড়ি দুইনং ব্লক বিজেপি যুবমোর্চা সাধারণ সম্পাদক মৃন্ময় মন্ডল বলেন, নারায়ন কোড়া,বিকাশ ধীবর,জিতু কোড়া,সঞ্জিত কোড়া বিজেপির পতাকা

### তৃনমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রুখতে কড়া বার্তা সাংসদ শতাব্দীর কটাক্ষ বিজেপির

**সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)** - সাতাশে জুন মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ চিনপাই কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় । কালীমন্দির থেকে পায়ে হেঁটে বটতলা সভাস্থল যান সাংসদ শতাব্দী রায় । সভায় শতাব্দী বলেন, যারা দলে থেকে কিছু লোককে মদত দেন নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়ানোর জন্য আপনারা ভাববেন যারা সামনে নির্দল হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের নাম আসছে । এটা কিন্তু নয় তাদের পেছনে কারা মদত দিচ্ছে তাদের নামও আসছে । মমতা ব্যানার্জির কাছে সকালবেলায় আইবি রিপোর্ট পুলিশ রিপোর্ট পৌছায় । কে কাকে মদত দিচ্ছে কে গোজ প্রার্থী গুঁজে দিয়ে দলকে হারানোর চেষ্টা করছে । এখন দেখুন দুনিয়াটা তো ছোট হয়ে গেছে এই মুহূর্তে আমি আমেরিকায় কাউকে যদি বলি কেমন আছো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসবে ভালো আছি । এত ছোট দুনিয়া । বাড়িতে বসেও আপনি যদি কাউকে মদত দেন । যদি কাউকে বলেন তুই লড়ে যা,লড়ে যা,লড়ে যা আমি আছি দলকে হারা সেই খবর কিন্তু পৌঁছাতে দু মিনিট লাগবে । তাদের শাস্তি দিতেও দুইমিনিট লাগবে তাই বলবো দলের সঙ্গে থেকে দলের বেইমানি করবেন না । বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, দলে কেউ কারো কথা শুনছে না তাই এসব বলে খবরে আসতে চাইছে । সর্বত্র পানীয় জলের হাহাকার । ভোট বড়ো বালাই । সাংসদের দেখা পাওয়া যায় না । মেহনতি মানুষেরা সাংসদকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ।

## আজগভীর রাতে শুরু দেবশয়নী একাদশী - জেনে নিন মাহাত্ম্য

**দুর্গাপুর (নির্মাল্য গাঙ্গুলী) ঃ** দেবশয়নী একাদশীআষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে পালন করা হয়। আষাঢ় মাসে ঘটে বলে দেবশয়নী একাদশী হরি শয়নী একাদশী এবং আষাঢ়ী একাদশী নামেও পরিচিত ।এই দিনে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করা হয়, যা সনাতনী হিন্দুদের মধ্যে অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে । বিশ্বাস করা হয় যে এই একাদশীর পরে ভগবান বিষ্ণু ক্ষীর সাগরের শেষনাগে বিশ্রাম নেন।ভক্তরা একটি উপবাস পালন করে এবং ভগবান বিষ্ণুর কাছ থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে, যিনি চার মাস পর প্রবোধিনী একাদশীর দিনে জেগে ওঠেন।

হিন্দু ধর্মে দেবশয়নী একাদশীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কথিত আছে, এই দিন থেকে ভগবান বিষ্ণু যোগ নিদ্রায় যান। এই উপবাস পালন করলে ভগবান বিষ্ণুর পাশাপাশি মা পার্বতীর বিশেষ আশীর্বাদ বর্ষা ব্যক্তির উপর থাকে। আসুন জানি এই দেবশয়নী একাদশীর তিথি, গুরুত্ব ও পুজোর পদ্ধতি।

দেবশয়নী একাদশীর ব্রত অর্থবৃদ্ধির মনস্কামনাও পূরণ করে। একাদশীর রাতে নয়মুখী প্রদীপ জ্বেলে পুজো করুন ভগবান বিষ্ণুর এবং মা লক্ষীর। দুটি প্রদীপই সারা রাত জ্বালিয়ে রাখুন।

দেবশয়নী একাদশীর গুরুত্ব ঃদেবশয়নী একাদশীর বিশেষ তাৎপর্য হল এটি ভগবান বিষ্ণুর বিশ্রামের সময়। অর্থাৎ আজকের প্রথম দিন থেকে ভগবান বিষ্ণু চার মাস ঘুমোতে যান। এর সঙ্গে এই দিন থেকে চতুর্মাসও শুরু হয়। এ অবস্থায় পরবর্তী ৪ মাস কোনও শুভ কাজের আযোজন করা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়।

দেবশায়নী একাদশীর হিন্দুদের মধ্যে একটি মহান তাৎপর্য রয়েছে। দেব মানে ঈশ্বর এবং শয়ন মানে বিশ্রাম বা নিদ্রা, যার অর্থ এই একাদশীর পর ঈশ্বর ক্ষীর সাগরে (দুগ্ধসাগর) শেষনাগে ঘুমান বা বিশ্রাম নেন। কিছু লোক বলে যে ভগবান বিষ্ণু যোগ নিদ্রায় যান, সম্পূর্ণ মানসিক শিথিল অবস্থা। একবার ভগবান বিষ্ণু ঘুমাতে গেলে, তিনি চার মাস পর প্রবোধিনী একাদশী বা দেব উথানী একাদশীর দিনে জেগে ওঠেন এবং চার মাসের সময়কালকে চতুর্মাস বলা হয় তবে ২০২৩ সালে, এটি পাঁচ মাস হবে। লোকেরা এই শুভ দিনে উপবাস করে এবং ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করে ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদ কামনা করে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে ভক্তরা, যারা এই শুভ দিনে ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেন, ভগবান বিষ্ণু ভক্তদের কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা পূরণের আশীর্বাদ করেন।

দেবশয়নী একাদশী পুজোর সময় ঃদেবশয়নী একাদশী তিথি ২৯ জুন ভোর ৩.১৮ মিনিট থেকে শুরু হবে এবং চলবে পরের দিন ৩০ জুন দুপুর ২.৪২ মিনিট পর্যন্ত।পারণের সময় ৩০ জুন দুপুর ১৪ঃ৮ থেকে বিকেল ৪৩৬ পর্যন্ত। হরি ভাসার শেষ মুহূর্ত ৩০শে জুন সকল ৮২০মিনিট।

দেবশয়নী একাদশীতে এই ভাবে পুজো করুন ঃ একাদশী তিথি ভগবান বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা হয়। দেবশয়নী একাদশীর দিন উপবাস করলে ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হন। এই দিনে পুজোয় ভগবান বিষ্ণুকে ফুল, চন্দন, নৈবেদ্য অর্পণ করুন।অবশ্যই তুলসী ব্যবহার করুন কারণ তুলসী নিবেদন ছাড়া ভগবান বিষ্ণুর পুজো অসম্পূর্ণ মনে করা হয়।

ভক্তরা খুব ভোরে উঠে পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু করার আগে পবিত্র স্নান করেপরিষ্কার কাপড় পরুন।

ভগবান বিষ্ণু এবং শ্রী যন্ত্রের একটি মূর্তি স্থাপন করুন,ভগবান বিষ্ণুর জলাভিষেক করুন,খাঁটি ঘি দিয়ে একটি প্রদীপ জ্বালান, হলুদ এবং লাল ফুল অর্পণ করুন।

মিষ্টি এবং পঞ্চামৃত (দুধ, দই, চিনি, মধু এবং ঘি এর মিশ্রণ) নিবেদন করুন।

ভগবান শ্রী হরিকে তুলসী পত্র অর্পণ করতে ভুলবেন না কারণ তুলসীপত্র অর্পণ না করলে পূজা অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

শ্রী বিষ্ণু সহস্ত্রনাম পাঠ করুন।

সর্বশেষে, ভগবান বিষ্ণুর আরতি করুন এবং অশ্বত্থ গাছের পুজো করুন। মনে রাখবেন উপবাসের পাশাপাশি পুজোর পর ব্রত কথা পাঠ করতে হবে।অভাবী এবং দরিদ্র লোকেদের খাদ্য দান করুন, যা অত্যন্ত শুভ।পারণের সময় পার হলে দ্বাদশী তিথিতে তাদের উপবাস ভঙ্গ করে।

মন্ত্র ঃ

শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব!!

রে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,

হরে রাম হরে রাম রাম রাম রাম হরে হরে!!

অচ্যুতম কেশবম কৃষ্ণ দামোদরম,

রাম নারায়ণম জানকী বল্লভম!!

# বিশ্বকাপ নিয়ে মুরালিধরন শেবাগের ভবিষ্যদ্বাণী

**কলকাতা ঃ** বিশ্বকাপের বাকি আর তিন মাস। ফরম্যাটটা আগে থেকেই জানা, বাকি ছিল শুধু কার সঙ্গে কোথায় খেলে, সেটি জানা। বিশ্বকাপের বছর বলে স্বাভাবিকভাবেই টুর্নামেন্ট ঘিরে আলোচনা আছে আগে থেকেই। কে হবেন টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি, সেমিফাইনালে কারা খেলবে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা বাড়তি মাত্রা পাচ্ছে আজ ২০২৩ বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশের পর। আর সে কাজটা বোধ হয় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করে দিলেন এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করা দুই কিংবদন্তি বীরেন্দর শেবাগ ও মুত্তিয়া মুরালিধরন।

বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার ১০০ দিন আগে আজ বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ৫ অক্টোবর বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও রানার্সআপ নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি হবে আহমেদাবাদে। একই ভেন্যুতে ফাইনাল হবে ১৯ নভেম্বর।

আইসিসির সূচি ঘোষণার অনুষ্ঠানে বিশ্বকাপের চার সেমিফাইনালিস্ট, সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ও উইকেটশিকারি নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন শেবাগ ও মুরালিধরন। চার সেমিফাইনালিস্ট নিয়ে অবশ্য দুজনের মতের কোনো পার্থক্য নেই। সেমিফাইনালের চার দল হিসেবে সাবেক এই দুই ক্রিকেটারের ভোট ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের পক্ষে। গতবার সেমিফাইনাল খেলা চারটি দলের সঙ্গে পার্থক্য সেখানে একটিই নিউজিল্যান্ডের জায়গায় পাকিস্তান।

৯ ভেন্যুতে ভারত, ৫ ভেন্যুতে পাকিস্তান, দুই দল মুখোমুখি ১৫ অক্টোবর

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ১৫ অক্টোবর

যদিও টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ও উইকেটশিকারি নিয়ে দুজন একমত হতে পারেননি। ভারতের ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী দলের ওপেনার শেবাগের মতে, এবার সর্বোচ্চ রান আসতে পারে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি কিংবা ডেভিড ওয়ার্নারের ব্যাট থেকে। মুরালিধরনের ভবিষ্যদ্বাণীতেও আছেন কোহলি। তবে ১৯৯৬ বিশ্বকাপজয়ী শ্রীলঙ্কার দলের সদস্য ও ইতিহাসের সফলতম বোলার মুরালিধরন বেছে নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম ও ইংলিশ ব্যাটসম্যান জো রুটকে।

ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ বলেই কিনা সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির হিসেবে শেবাগ দেখছেন দুই ভারতীয় পেসার যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ শামিকে। যদিও বুমরার ফিটনেস নিয়ে এখনো প্রশ্ন আছে বিশ্বকাপের আগে কতটুকু ফিট হয়ে উঠতে পারবেন, সেটিও নিশ্চিত নয়। মুরালিধরন অবশ্য এই বিশ্বকাপে স্পিনারদের দাপট দেখছেন। তাঁর মতে, ভারত বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হতে পারেন ইংলিশ স্পিনার আদিল রশিদ বা আফগানিস্তানের স্পিনার রশিদ খান। রবীন্দ্র জাদেজাকেও এ বিবেচনায় রাখছেন মুরালি। যদিও সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন একটা শর্ত। টুর্নামেন্টের সব কটি ম্যাচেই খেলতে হবে এই বাঁহাতি স্পিনারকে।

ভারতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে অবশ্য সরাসরি খেলতে পারছে না ১৯৯৬ বিশ্বকাপ জেতা দল শ্রীলঙ্কা। বর্তমানে জিম্বাবুয়েতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব খেলছে দলটি। তবে মুরালি আশা হারাচ্ছেন না, 'শ্রীলঙ্কাকে সহজে হারানো যাবে না। আমরা সব প্রতিপক্ষের সঙ্গেই কঠিন লড়াই করব। ১৯৯৬ বিশ্বকাপেও আমাদের ফেবারিট হিসেবে বিবেচনা করেনি।'

## লেভানডফস্কির অনিচ্ছায় মার্শাল আর্টে যেতে পারেননি স্ত্রী

**লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ** রবার্ট লেভানডফস্কিকে নিশ্চয় নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। সময়ের সেরা স্ট্রাইকারদের একজন, এই শতাব্দীরও অন্যতম সেরা লেভা। ঘরে এত বড় তারকা থাকার পরও অবশ্য খেলার জগতে লেভার পরিবারের আলাদা পরিচিতি আছে। পেশাদার প্রশিক্ষক ও কারাতে তারকা হিসেবে আগে থেকেই পরিচিত তাঁর স্ত্রী আনা লেভানডফস্কি। নিজের সেই পরিচিতিকে আরও বিস্তৃত করার সুযোগ এসেছিল আনার সামনে। যিনি প্রস্তাব পেয়েছিলেন পেশাদার মিক্সড মার্শাল খেলোয়াড় হিসেবে যাত্রা শুরুর। আনাকে এই প্রস্তাব দিয়েছিল পোল্যান্ডের মিক্সড মার্শাল আর্টসের সবচেয়ে বড় কোম্পানি কেএসডব্লিউ। তবে লেভার অনিচ্ছার কারণে শেষ পর্যন্ত খেলা হয়নি আনার।

আনার এমন প্রস্তাব পাওয়া অবশ্য একেবারেই অনভিপ্রেত ছিল না। কারাতে ফাইটার হিসেবে তিনি পরিচিতি পেয়েছেন বেশ আগেই। ২০০৯ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রৌপ্যপদক পান আনা। পুরো ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে আনা জিতেছেন ৩৭টি পদক। অবসরের পর ডিগ্রিও অর্জন করেছেন শারীরিক শিক্ষায়। তিনি 'হেলথি সেন্টার বাই আন' নামে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও পরিচালনা করেন। যেখানে খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন।

সম্প্রতি এক পডকাস্টে এমএমএ খেলোয়াড় হিসেবে যাত্রা শুরুর প্রস্তাব পাওয়ার বিষয়ে আনা বলেছেন, 'আমি রবার্টকে (লেভানডফস্কি) বলেছিলাম, যদি আমি তার স্ত্রী না হতাম, সম্ভবত এ ধরনের ইভেন্টগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারতাম। আমার সঙ্গে কেএসডব্লিউর মালিক স্লাউমির পেসকোর একটি বৈঠক হয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল, নতুন কিছু চেষ্টা করে দেখতে। সে হিসাব করে দেখায় যে প্রস্তুতির জন্য দুই বছর সময় লাগবে। আমি তাকে বলেছিলাম, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে প্রথমে কথা বলতে চাই।'

এরপর অবশ্য এই বিষয় নিয়ে আনা ও লেভার মধ্যে কিছু মনোমালিন্যের সৃষ্টিও হয়। ঘটনা ব্যাখ্যা করে আনা বলেন, 'আমি বৈঠক শেষ করার এক ঘণ্টার মধ্যে এ খবর সংবাদমাধ্যমে চলে আসে। আমার স্বামীও এই খবর সংবাদমাধ্যম থেকেই পায়। সে আমাকে বলে, আনা, কী করছ তুমি? এসব কী?'

ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন ইলকায় গুন্দোয়ান। চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালই সিটির হয়ে তাঁর শেষ ম্যাচ শেষ পর্যন্ত এমএমএ ফাইটার হিসেবে অভিষেক না হলেও, শারীরিক প্রশিক্ষক ও পুষ্টিবিদ হিসেবে এরই মধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন আনা। তবে তাঁকে এমএমএর রিংয়ে আনার ব্যাপার আশা হারাতে চান না পোলিশ এমএমএ প্রমোশনের মালিকদের একজন জুলিটা গোরস্কা। তিনি বলেছেন, 'আমরা লেভানডফস্কির স্ত্রী আনাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম। তার এরই মধ্যে কারাতের অভিজ্ঞতা আছে। তাহলে কেন নয়? দেখা যাক, সামনেও সুযোগ আছে।'

## 'ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানো ফন বিকের কি মনে পড়েছে নানার কথা

**লন্ডন ঃ** স্যামি গুলেনকে চেনেন? চেনা একটু কঠিনই বটে। পরিচয়টা দিয়ে ফেলি স্যামি গুলেন একজন টেস্ট ক্রিকেটার। লোগান ফন বিকের আন্তর্জাতিক অভিষেকের (২০১৪) আগের বছর পাড়ি জমান পরপারে। ওহ, বলাই হয়নি স্যামি গুলেনের সঙ্গে ফন বিকের রক্তের সম্পর্ক। আর কে না জানে রক্ত কথা বলে!

এ কথা মুখের কথা নয়, স্বভাব-আচরণ এবং কাজে প্রকাশ পায়। ৬৭ বছর আগে স্যামি গুলেন যে কাজটা করেছিলেন, কাল তাঁর নাতি ফন বিকও ঠিক তাই করেছেন।

ফন বিকের মায়ের বাবা স্যামি গুলেনের জন্ম ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ১৯৫১-৫৬-এর মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৫টি টেস্ট খেলেছেন। এরপর নিউজিল্যান্ডে পাড়ি জমিয়ে কিউইদের হয়েও ৩টি টেস্ট খেলেন সাবেক এই উইকেটকিপার। সব কটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। এর মধ্যে ১৯৫৬ সালে অকল্যান্ডে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট জয়েও স্যামি গুলেনের অবদান ছিল। আলফ ভ্যালেঃটাইনকে স্টাম্পড করেছিলেন আর তাতেই জয় নিশ্চিত হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের। রক্ত যে কথা বলে এবং সেটা কী কথা-তা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন! বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে কাল হারারেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সুপার ওভারে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডস। ক্যারিবিয়ানরা ৬ উইকেটে ৩৭৪ রান তুলেও ম্যাচটা জিততে পারেনি শেষ দিকে ফন বিকের ১৪ বলে ২৮ রানের ইনিংসে। ম্যাচ টাই হওয়ার পর অবশ্য ওই ইনিংসটা সবার ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। সুপার ওভারে ফন বিক একাই তুলেছেন ৩০-সব বলেই বাউন্ডারি! ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাড়া করতে নেমে তুলেছে মাত্র ৮ রান। ডাচদের এই অবিস্মরণীয় জয়ে ফন বিকের অবদানই টেনে এনেছে তাঁর দাদা স্যাম গুলেনকে। কিন্তু এখন দাদার প্রসঙ্গ থাক। এখন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার গল্প হোক। টি-টোয়েন্টি আসার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজই তো এমন ব্যাটিং শিখিয়েছে। ইনিংসের শেষ দিকে বোলাররা অফ স্টাম্পের বাইরে ইয়র্কার লেংথে করলেও ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যানরা কীভাবে রান তুলে ফেলেন! শাফল করে একটু সরে এসে মিড উইকেট সীমানা পার করার দক্ষতাটা ক্যারিবীয়দেরই বেশি। কাইরন পোলার্ড, আন্দ্রে রাসেল, নিকোলাস পুরানদের এভাবেই দেখা গেছে দিনের পর দিন। কিন্তু কাল হারারের তাকাসিংঙ্গা স্পোর্টস গ্রাউন্ডে রাসেল-পুরানরা কী দেখলেন? তাঁদের ব্যাটিংটাই করলেন লোগান ফক বিক নামের এক 'ফ্লাইং ডাচম্যান', আর তাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপে খেলার আশা এখন সুতোয় ঝুলছে।




ডাচদের শেষ ওভারে ৯ রান করতে হতো। ৮ রান তোলার পর শেষ বলে আউট হন ফন বিক। ১৪ বলে তাঁর ২৮ রানের ইনিংসটি নিয়ে আসলে কথা বলার তেমন সুযোগ নেই। কারণ, আসল ঘটনা ঘটেছে এরপর সুপার ওভারে। জেসন হোল্ডারের করা সুপার ওভারে বিক একাই তুলেছেন ৩০ রান। বল ধরে ধরে বললে ৪, ৬, ৪, ৬, ৬, ৪!

হোল্ডারকে দোষারোপ করার সুযোগ সামান্যই। বেচারা অফ স্টাম্পের বাইরে ইয়র্কার লেংথেই বল করার চেষ্টা করেছেন। আর ফন বিক ক্রিজের পেছনে সরে গিয়ে লং অন, মিড উইকেট ও ডিপ মিড উইকেট দিয়ে বল বাউন্ডারি পার করেছেন। যেহেতু সেদিকে বাউন্ডারির সীমানা তুলনামূলক ছোট, ফন বিক তাই শক্তি, দক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুপার ওভারে সর্বোচ্চ রান তোলার রেকর্ড গড়ে ফেলেন। ওই এক ওভারে তাঁর ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছে খুনে মেজাজে থাকা কোনো ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যানের ব্যাটিংয়ের কার্বন কপি! এখন সেই 'কপি' নিয়ে কাটাছেঁড়া হওয়াই স্বাভাবিক। সুপার ওভারে এই রান তাড়া করতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাতে ক্যারিবিয়ানদের নিয়েই কথা হচ্ছে বেশি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সুপার সিক্সে উঠেছে শূন্য পয়েন্ট নিয়ে। যেখানে সুপার সিক্সে ওঠা গ্রুপ 'এ'-এর জিম্বাবুয়ের পয়েন্ট ৪, নেদারল্যান্ডসের ২। একসময়ের পরাক্রমশালী দলটি বিশ্বকাপে খেলতে পারবে কি না, সেটাই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তাতে গোকুলে বেড়ে ওঠা ডাচদের নায়ক লোগান ফন বিক যেন একটু আড়ালে। যদিও তা হওয়ার কথা নয়। নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসে ডাচরা কখনো এমন বিস্ফোরক ব্যাটিং দেখেনি। ফন বিককে তাই ডাচরা এমনিতেই মনে রাখবেন। ৩২ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার জানিয়েছেন, ম্যাচের অমন পরিস্থিতি থেকে এর আগে অনেকবারই হারতে হয়েছে, কিন্তু এবার নিজের দক্ষতার ওপর আস্থা রেখে দলকে পার করাতে পেরেছেন। ডাচরা ৬ উইকেটে ৩২৫ রানে থাকতে ক্রিজে এসেছিলেন। শেষ ৩ ওভারে জয়ের জন্য দরকার ছিল ৪২ রান। ফন বিক এখান থেকে দলকে ম্যাচ টাই করানোর পর সুপার ওভারেও দলকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেছেন-কিছু কিছু সংবাদমাধ্যম যে তাঁকে 'সুপারম্যান' আখ্যা দিয়েছে, সেটা মোটেও অত্যুক্তি নয়। ফন বিক নিজে কী বলছেন?

বিক বলছেন, 'আমি অনেক দিন ধরেই খেলছি। অমন পরিস্থিতি থেকে যত ম্যাচ হেরেছি, সেসব বিচারে বলতে পারি শেষ পর্যন্ত জিততে পারাটা খুব তৃপ্তিদায়ক। আমি শুধু নিজের দক্ষতার ওপর আস্থা রেখেছি (বোলার) বাজে বল করলে মারব। তবে শেষ বলে মিড উইকেটে ওই শটে গড়বড় করে ফেলাটা ছিল হতাশাজনক।' বিক বোঝাতে চেয়েছেন, ডাচদের ইনিংসে শেষ ওভারের শেষ বলটির আগে জয়ের সুযোগ ছিল। শেষ বলে একটি রান নিলেই ম্যাচটা জিতে নিত ডাচরা। তখন আর সুপার ওভারের দরকার হতো না। মিড উইকেটে ক্যাচ দিয়ে আউট হওয়া বিক অবশ্য সুপার ওভারেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন ওই মিড উইকেট দিয়েই একের পর এক বাউন্ডারিতে! এই যে দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের পারদ, সেটা কিন্তু একদিনে চড়েনি। বিকের মুখেই শুনুন, 'ভালো লাগছে যে একটু দায়মোচন করতে পেরেছি। ৪৯তম ওভারে ভেবেছিলাম, সুযোগটা নেব। মারব। ১৮-১৯ মাস ধরে আমরা এটারই চর্চা করছি। এখন ভারতে বিশ্বকাপে খেলার ভালো সুযোগ আছে আমাদের।'

## ক্রিকেট সংস্কৃতিতে পচন, এটা সবার খেলা নয়

**লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ** বর্ণবাদ, নারী ক্রিকেটারদের যৌন হয়রানি, ধর্মীয় বিদ্বেষ, নারী-পুরুষের বেতন-ভাতায় চূড়ান্ত বৈষম্য-সব মিলিয়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট সংস্কৃতি পচে গেছে বলে দাবি করা হয়েছে এক প্রতিবেদনে। বহুল প্রতীক্ষিত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে 'দ্য ইনডিপেনডেন্ট কমিশন ফর ইকুইটি ইন ক্রিকেট (আইসিইসি)'। ইংলিশ ক্রিকেটে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গবৈষম্যের ব্যাপারগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে খতিয়ে দেখতে ২০২০ সালের নভেম্বরে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এই কমিশন গঠন করে। ২০২১ সালের মার্চে আমেরিকায় পুলিশ হেফাজতে কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর শুরু হওয়া 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আঃদোলনের সময় কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়গুলো নিয়ে তদন্ত শুরু করে। ক্রিকেটার, আম্পায়ার, ক্রিকেট প্রশাসক, সমর্থকসহ মোট চার হাজার ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে ৩১৭ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আইসিইসি, যার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'Holding Up A Mirror To Cricket'। ব্যাপারটা এমন নয় যে এখানে শুধু কয়েকটি পচা আপেল আছে, বাকি সব ভালো। সবার আগে ক্রিকেটকে এই সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। খেলাটির অবকাঠামো ও প্রক্রিয়ার ভেতরেই বৈষম্য আছে এবং সেটা প্রকাশিত. প্রতিবেদনে ৪৪টি সুপারিশ করেছে কমিশন। প্রথম সুপারিশ হচ্ছে নিজেদের ব্যর্থতার জন্য ইসিবির সবার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বর্ণবাদ, লিঙ্গবৈষম্য, অভিজাততন্ত্র ও শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্য খেলাটিতে ছিল এবং এখনো আছে। এর প্রভাবও বৈষম্যের শিকার ব্যক্তিদের ওপর পড়েছে খুবই বাজেভাবে। ইসিবি অবশ্য খুব একটা দেরি করেনি। প্রতিবেদন প্রকাশের পরই ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান রিচার্ড থম্পসন এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'ইসিবি ও খেলাটির নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে আমি তাঁদের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যাঁরা কখনো না কখনো ক্রিকেট থেকে ছিটকে পড়েছেন এবং যাঁদের এই অনুভূতি দেওয়া হয়েছে যে ক্রিকেট তাঁদের জন্য নয়।

# ওয়াগনার, প্রিগোশিন, পুতিন এবং শোইগুঃ যেসব তিক্ত বিরোধের জের ধরে রাশিয়াতে সামরিক বিদ্রোহ

**মাস্কো (ওয়েবডেস্ক)ঃ** ওয়াগনার গ্রুপের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল ২৪ ঘণ্টারও কম সময়, কিন্তু যে ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে ¯ তা চলছিল মাসের পর মাস, এমনকি কয়েক বছর ধরেও।

নাটকীয় এই ঘটনার প্রধান চরিত্র তিনটি ঃ আধাসামরিক বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন, রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর দুই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি সের্গেই শোইগু এবং ভ্যালেরি গেরাসিমভ।

প্রিগোশিন একজন সাবেক অপরাধী। ১৯৮০-এর দশকে তিনি সংঘবদ্ধ অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং একারণে তাকে কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়েছে। প্রিগোশিন ক্রেমলিনের সৃষ্টি এবং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কল্যাণে তিনি অঢেল ধনসম্পদের মালিক হয়েছেন। অন্যদিকে সের্গেই শোইগু রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং ইউক্রেনে যে রুশ বাহিনী লড়াই করছে তার সর্বাধিনায়ক ভ্যালেরি গেরাসিমভ।

প্রিগোশিন ২০১৪ সালে ওয়াগনার বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর থেকে সারা বিশ্বে রাশিয়ার প্রভাব পুনপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট পুতিনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছেন। প্রিগোশিনের বাহিনী মি. পুতিনের মিত্র সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে পতনের হাত থেকে রক্ষা এবং মালিতে ফরাসি প্রভাব হ্রাস করতে সাহায্য করেছে।

প্রিগোশিনের বাহিনী যেভাবে কাজ করে সেটা প্রেসিডেন্ট পুতিনের পছন্দের। একারণে তিনি তাকে গত কয়েক বছর ধরে রাশিয়ার সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর ভেতরে তার নিজস্ব শক্তি গড়ে তুলতে দিয়েছেন।

তিনি সহিংসতা ও দুর্নীতির সাথে জড়িত এবং তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। প্রেসিডেন্ট পুতিন গত ২৪ বছর ধরে যে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছেন প্রিগোশিনের উত্থান যেন তারই একটি প্রতীক।

ক্রমবর্ধমান এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েও প্রিগোশিন রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ঘিরে উপদেষ্টাদের যে ছোট্ট ক্ষমতাবলয়, তার বাইরে থেকে গেছেন। মস্কোর কর্মকর্তাদের সমালোচনা করতে তিনি ভয় পান না। তাদেরকে তিনি দুর্নীতিবাজ, অলস অথবা দুটোই মনে করেন। এছাড়াও তিনি সামরিক বাহিনীর প্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমভ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগুকে বিশেষভাবে ঘৃণা করেন।

প্রেসিডেন্ট পুতিনের প্রধান উপদেষ্টাদের বেশিরভাগই এসেছেন তার নিজের শহর সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে। কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রী মি. শোইগুর জন্ম রুশ মঙ্গোলিয়ান সীমান্তের ছোট্ট একটি গ্রামে।

সের্গেই শোইগু এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রুশ সামরিক বাহিনীকে পরিচালনা করেছেন, কিন্তু তিনি কখনও এই বাহিনীতে ছিলেন না। ১৯৯০-এর দশকে রাশিয়ার জরুরি সেবা বিষয়ক মন্ত্রী হওয়ার আগ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরেই তার উত্থান ঘটেছে। তবে ভ্যালেরি গেরাসিমভ সেনাবাহিনীরই ভেতরের লোক। ১৯৯০-এর দশকে চেচনিয়ায় রক্তাক্ত বিদ্রোহ দমন করার মধ্য দিয়ে সামরিক বাহিনীতে তার হাতেখড়ি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর বর্তমানে তিনিই রাশিয়ায় সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সামরিক বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন।

সারা বিশ্বে রাশিয়ার ক্ষমতা প্রদর্শনে প্রিগোশিনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং সামরিক বাহিনী থেকে বেশি বেতনের প্রস্তাব দিয়ে লোকজনকে ভাগিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে ওয়াগনার বাহিনীর ক্ষমতা গত কয়েক বছর ধরেই তাদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করেছে বলে ধারণা করা হয়।

তবে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পরে বিশেষ করে বাখমুত শহর দখলের রক্তক্ষয়ী লড়াই, যাতে ওয়াগনার বাহিনীর কয়েক হাজার যোদ্ধা নিহত হয়েছে বলে ধারণা করা হয় তার পরেই রুশ সামরিক নেতৃত্বের প্রতি প্রিগোশিনের ঘৃণা একেবারে প্রকাশ্যে ও সামনে চলে আসে।

বিশ্লেষকদের অনেকে বলে থাকেন যে প্রিগোশিন নিজেই বাখমুত যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছেন এবং একারণে তিনি বাখমুত জয়ের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন।

প্রিগোশিন প্রায়শই মি. শোইগু ও মি. গেরাসিমভের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন যে তারা সোলেডারের মতো শহরে ওয়াগনারের বিজয়ের কৃতিত্ব চুরি করে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ধারণা করা হয় যে এই যুদ্ধেও ওয়াগনারের কয়েক হাজার সৈন্য নিহত হয়েছে যাদেরকে বিভিন্ন কারাগার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

এছাড়াও প্রিগোশিন মাঝে মধ্যেই অত্যন্ত বাজে ভাষায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের আক্রমণ করে থাকেন। সেসব ভিডিও তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে পোস্ট করা হয়। একারণে তিনি প্রায়শই আন্তর্জাতিক মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ফাঁস হয়ে যাওয়া নথিপত্রে দেখা গেছে প্রিগোশিনের এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা কিভাবে মোকাবেলা করা যায় সেবিষয়ে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না।

কিন্তু ক্রেমলিনে বসে প্রেসিডেন্ট পুতিন এসব বিষয় অনেকটা নিরবেই প্রত্যক্ষ করে গেছেন।

এধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা জিইয়ে রাখা প্রেসিডেন্ট পুতিনের নিজস্ব স্টাইল। প্রভাব বিস্তারের জন্য ক্ষমতা কাঠামোর বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে

যে লড়াই চলে, তিনি সেবিষয়ে চুপ করে থাকেন, এবং তিনি তাদের মধ্যে এই লড়াইএর সুযোগ করে দেন। তিনি মনে করেন এর ফলে ক্ষমতাধর কোনো পক্ষই তাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করার জন্য শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ট্রিস্টম্যান গত বছর লিখেছেন.মি. পুতিন সম্ভাব্য অভ্যুত্থান ঠেকানোর জন্য বিশেষ এক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন, সশস্ত্র ব্যক্তি ও তাদের কমান্ডের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাবের কারণে কোনো ষড়যন্ত্র করা সম্ভব হয় না।

এই শাসন ব্যবস্থায় মি. শোইগুকে নিয়ন্ত্রণে রাখে ওয়াগনার বাহিনী, আর ভাড়াটে সৈন্যরা নজরে থাকে সামরিক বাহিনীর। এই পিরামিডের মাথায় বসে আছেন ভ্লাদিমির পুতিন নিজে। সেখান থেকেই তিনি দাবার চাল দেন এবং শাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখেন। অন্যদিকে প্রিগোশিন সবসময়ই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পুতিনকে সরাসরি সমালোচনা করা থেকে বিরত থেকেছেন। বরং তিনি বলেছেন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর রাশিয়ার ব্যর্থতার পেছনে কারণ হচ্ছে মি. পুতিনের কমান্ডাররা রুশ নেতাকে বিভ্রান্ত করেছেন। ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনারের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন যে রুশ সামরিক নেতাদের সমালোচনা করছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন সেটা হতে দিয়েছেন। এছাড়াও যুদ্ধে ধীর অগ্রগতির জন্য তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে মি. শোইগু এবং মি. গেরাসিমভের সমালোচনা করেছেন বলেও ধারণা করা হয়।

তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দেখা গেছে প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই পুরনো কৌশল আগের মতো কাজ করছে না। এর কার্যকারিতা অনেকটাই ক্ষয় হয়ে গেছে।

রুশ সামরিক বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপকে পর্যাপ্ত রসদ সরবরাহ করছে না ¯ এই সন্দেহ প্রিগোশিনকে ক্রমশই ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। একারণে তিনি টেলিগ্রামে উত্তেজিত হয়ে একের পর এক ভিডিও পোস্ট করতে থাকেন যাতে তাকে সামরিক নেতাদের সমালোচনা করতে দেখা গেছে। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে ওয়াগনার বাহিনীর অনেক যোদ্ধার মৃতদেহ তার পেছনে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে, এবং তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলছেন ঃ আপনি... আমাদেরকে গোলাবারুদ দিচ্ছেন না, আপনি অপদার্থ, আপনি নরকে তাদের নাড়িভুঁড়ি ভক্ষণ করবেন।

শোইগু! গেরাসিমভ! গোলাবারুদ কোথায়?...তারা এখানে এসেছে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এবং তোমরা যাতে তোমাদের মেহগনি (বিলাসবহুল) অফিসে ফুলেফেঁপে উঠতে পারো সেজন্য তারা মৃত্যুবরণ করছে, আরেকটি ভিডিওতে প্রিগোশিনকে চিৎকার করে বলতে দেখা যায়।

কখনও কখনও তিনি তার বাহিনীর সৈন্যদের প্রত্যাহার করে বাখমুত দখলের লড়াই পরিত্যাগ করার কথা বলে মস্কোকে ব্ল্যাকমেইল করারও চেষ্টা করেছেন।

ফাঁস হয়ে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা নথিতে দেখা যায় মৃত সৈন্যদের মরদেহ পেছনে রেখে যেদিন তার ভিডিও পোস্ট করা হয়েছিল, সেদিনই তাকে মি. পুতিন ও মি. শোইগুর সঙ্গে বৈঠকের জন্য তলব করা হয়েছিল।

তাতে বলা হয় প্রকাশ্যে প্রিগোশিনের এসব অভিযোগের কারণে মি. শোইগুর সঙ্গে তার উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এই উত্তেজনা প্রশমনের জন্যই এই বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার প্রভাব খুব একটা পড়েনি বলেই মনে হচ্ছে।

অন্যদিকে মস্কোতে মি. শোইগু তার প্রতিপক্ষ প্রিগোশিনের প্রভাব খর্ব করার পরিকল্পনা নিয়ে শেষ মুহূর্তের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সামরিক বাহিনীতে সরাসরি কাজের অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে কখনও কখনও তিনি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু রাশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সামাল দেওয়ার বিষয়ে তার মতো জ্ঞান আর কারো নেই।

কোনো না কোনো পদে তিনি ক্রেমলিনে থেকে গেছেন ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। প্রেসিডেন্ট পুতিনের অনেক উপদেষ্টাও তার পাশেই ছিলেন। জুন মাসের ১০ তারিখে তিনি তার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সরাসরি চুক্তিবদ্ধ হবেন, এই বাহিনীকে সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে নতুন আইনি মর্যাদা দেওয়া হবে। এই চুক্তিতে সই করার জন্য ১লা জুলাই পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।

এই ঘোষণায় সরাসরি ওয়াগনার বাহিনীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে এই উদ্যোগকে প্রিগোশিনের প্রভাব কমানোর চেষ্টা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এতে ভাড়াটে ওয়াগনার বাহিনীর প্রধান তাৎক্ষণিকভাবেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

ওয়াগনার শোইগুর সঙ্গে কোনো চুক্তিতে সই করবে না, বলেন প্রিগোশিন। শোইগু সামরিক বাহিনীকে ঠিকমতো চালাতে পারেন না। রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই পরিকল্পনায় প্রিগোশিন সতর্ক হয়ে যান। একজন অভিজ্ঞ রাজনীতি পরিচালক হিসেবে মি. শোইগু যে প্রেসিডেন্ট পুতিনের অনুমোদন নিয়েই ওয়াগনার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছেন এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রিগোশিন হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে তার একের পর এক বক্তব্যধর্মী ভিডিও প্রকাশ এবং বিশেষ সামরিক অভিযানের সমালোচনা করার কারণ প্রেসিডেন্ট পুতিন শেষ পর্যন্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে সমর্থন ও তার পুরনো মিত্রকে একপাশে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এর কয়েকদিন পরেই তিনি শোইগুর পরিকল্পনার অনুমোদন দেন। মস্কোতে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এই পরিকল্পনা যতো দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে। অনেকে মনে করেন প্রিগোশিন ঠিক তখনই তার বিদ্রোহের পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি অব ওয়ার বলছে, তিনি একটা জুয়া ধরেন ওয়াগনার গ্রুপকে স্বাধীন একটি বাহিনী হিসেবে রাখার হয়তো একমাত্র উপায় হচ্ছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো।

তার সৈন্যরা এর পরপরই রুশ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের তৎপরতা শুরু করে ওয়াগনার সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার অভিযোগে একজন রুশ ফিল্ড কমান্ডারকে অপহরণ করা হয়।

মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে ওয়াগনার গ্রুপের কয়েকদিনের চলাচল বিশ্লেষণ করে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বাইডেন প্রশাসনকে অবহিত করেন যে প্রিগোশিন কিছু একটা করার পরিকল্পনা করছেন।

এবং শুক্রবার তিনি রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে এযাবৎ কালের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, নেটোকে প্রতিহত করা কিম্বা নাৎসিমুক্ত করার জন্য নয়, বরং মি. শোইগু তার পদোন্নতির জন্য যাতে আরো কিছু মেডেল পেতে পারেন সেজন্য ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। প্রিগোশিন বলেন, মি. শোইগু সর্বোচ্চ সামরিক মর্যাদা মার্শাল পদবি পাওয়ার অজুহাত হিসেবে এই যুদ্ধ শুরু করেছেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার, প্রেসিডেন্টকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছে, টেলিগ্রামে পোস্ট করা ভিডিওতে বলেন তিনি। সেদিনই সন্ধ্যায় প্রিগোশিন ও তার সৈন্যরা ইউক্রেনের সীমান্ত পার হয়ে রাশিয়ার ভেতরে ঢুকে দক্ষিণাঞ্চলীয় রোস্তভ শহরটি দখল করে নেয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে মি. পুতিনের কাছ থেকে কিছু ছাড় পাওয়ার বিনিময়ে প্রিগোশিন তার বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে রাজি হয়েছেন, যার মধ্যে হয়তো রয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায়ে পরিবর্তন। তবে এটা কতোটুকু সত্য তা পরিস্কার নয়।

একইভাবে মি. শোইগু এবং মি. গেরাসিমভের স্থলাভিষিক্ত কারা হবেন সেটাও স্পষ্ট নয়।

জেনারেল সের্গেই সুরোভিকিন, যিনি এক সময় প্রিগোশিনের মিত্র ছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তার পদোন্নতি হতে পারে। তিনি জেনারেল আরমাগেডন নামে পরিচিত। গত বছর তিনি অল্প সময়ের জন্য ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বেসামরিক স্থাপনায় হামলার ব্যাপারে তিনিই পরিকল্পনা করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

এখন প্রিগোশিনের ভাগ্যে কী ঘটে সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি অব ওয়ার বলছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্ভাব্য চুক্তিতে সই করতে হলে ওয়াগনারের অনেক সৈন্য তাতে অসন্তুষ্ট হবেন।

প্রিগোশিনের বিপুল সম্পদ রয়েছে এখন সেসব তার কাছে থাকবে কি না সেটাও স্পষ্ট নয়। রুশ মিডিয়াতে প্রচারিত খবরে জানা গেছে সেন্ট পিটার্সবার্গে ওয়াগনারের সদরদপ্তরে অভিযান চালিয়ে সেখানে চার কোটি ৮০ লাখ ডলার সমপরিমাণ অর্থ পাওয়া গেছে।

প্রিগোশিন বলেছেন নিহত সৈন্যদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এই অর্থ ব্যবহার করা হতো।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন এই বিদ্রোহকে সূচনাতেই গলা টিপে হত্যা করা গেছে এটা ঠিক, সামরিক দুই নেতা মি. শোইগু এবং মি. গেরাসিমভ তাদের বড় হুমকিকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন এটাও ঠিক, তবে যেসব কারণে বিদ্রোহ হয়েছে সেগুলো এখনও রয়ে গেছে।

রাশিয়াতে বর্তমানে প্রায় ১০টি বেসরকারি সামরিক কোম্পানি কাজ করছে। এসব কোম্পানির সাথে নিরাপত্তা কর্মী, তেল ব্যবসায়ী এবং শাসক শ্রেণির প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জড়িত।

মি. শোইগুর নিজের কোম্পানি প্যাট্রিয়ট পিএমসি ¯ যা ইউক্রেনে যুদ্ধ করছে ¯ তারা ওয়াগনার বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত, বলছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন এখন রাশিয়ার বর্তমান সরকারের প্রতি এসব গ্রুপের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, যা ইউক্রেন যুদ্ধে প্রেসিডেঃট পুতিনের সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতে পারে।

তারা বলছেন এই যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে রাশিয়ার ভেতরে রাজনৈতিক ঝুঁকিরও সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

## টুকরো খবর

### সরকারি চাকরিজীবীদের বাড়তি প্রণোদনা বাজারে কী প্রভাব ফেলবে?

**ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ** এবারে বাংলাদেশের সরকারি চাকরিজীবীরা মূল বেতনের পাঁচ শতাংশ প্রণোদনা হিসেবে পেতে যাচ্ছেন। রবিবার জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর বক্তব্য দেয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি বিবেচনার জন্য অর্থমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি আশা করেন, অর্থমন্ত্রী বিষয়টি গ্রহণ করবেন। এই প্রণোদনা কার্যকর হলে সেটা 'বেসরকারি খাতের জন্য বৈষম্যমূলক' হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে এমন অভিযোগ 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন' বলে বলছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। তারা বলছে, প্রণোদনা দিয়ে সরকার ভালো উদাহরণ তৈরি করছে। রবিবার প্রধানমন্ত্রী সংসদে তার বক্তব্যে বলেন, 'সরকারি কর্মচারী যারা আছেন তাদের বিশেষ বেতন হিসেবে মূল বেতনের পাঁচ শতাংশ এই আপৎকালীন সময়ে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা সরকারি চাকরিজীবীদের মূল বেতনের পাঁচ শতাংশ বিশেষ প্রণোদনা হিসেবে দেব।'

এ সময় প্রধানমন্ত্রী মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনীতির উন্নয়নে সরকারের নেয়া নানা ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর এক প্রতিক্রিয়ায় বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেছেন, শুধুমাত্র দেশের একটি অংশের মানুষকে এই বিশেষ সুবিধা দেয়ার ফলে উর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতির হার আরও বেড়ে যেতে পারে। বাজারে এর প্রভাব পড়বে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, গত এপ্রিলে মূল্যস্ফীতির হার ৯.২৪। আর গত মেএপ্রিল ১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতির হার ৮.৬৪। এই প্রণোদনা কার্যকর হলে সেটা বৈষম্যমূলক হবে উল্লেখ করে ফাহমিদা খাতুন বলেন, বর্তমান মূল্যস্ফীতির কারণে সব মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরমধ্যে একটি নির্দিষ্ট গ্রুপকে যদি আলাদা সুবিধা দেয়া হয় এবং বাকিদের সেটা না দেয়া হয়, তাহলে বাজারে এর প্রভাব পড়বে এবং মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাবে। ফলে আগে থেকেই যারা মূল্যস্ফীতির চাপে জর্জরিত। তাদের ওপর এটি আরও বড় প্রভাব ফেলবে। কারণ তারা তো বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে না। তার মতে, মূল্যস্ফীতির চাপের কারণে যদি সরকারি কর্মচারীদের প্রণোদনা দেয়া হয় তাহলে সেই সুবিধা যেন অন্য খাতের জন্যও বরাদ্দ থাকে। তা না হলে বৈষম্যমূলক অবস্থার সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, আমি মনে করি সবাইকেই এই সুবিধা দেয়া উচিত। যারা সুবিধা পাবেন তারা এই বাড়তি মূল্যস্ফীতির চাপ সামাল দিতে পারলেও যারা কোনও সুবিধা পাননি তাদের জন্য কঠিন হবে। এই প্রণোদনার চাপ গিয়ে ওই মানুষগুলোর ওপর পড়বে যারা আগে থেকেই জর্জরিত।

বেসরকারি খাতের এই বাড়তি চাপ নেয়ার মতো সক্ষমতা আছে

কিনা সেটা বিবেচনা করা জরুরি বলেও তিনি জানান। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, জ্বালানি সংকটসহ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি প্রভাব এই বেসরকারি খাতকে ভুগতে হচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্য আগের মতো ভালো চলছে না। ফলে নীতিগতভাবে তাদেরও বাড়তি সুবিধা পাওয়া প্রয়োজন। জনগণের টাকা দিয়েই সরকার সব কার্যক্রম চালায়। অথচ জনগণের একটি অংশ বঞ্চিত থাকবে ¯ তিনি জানান।

ইনক্রিমেন্ট ছাড়া আরো সুবিধা পেতে পারেন সরকারি চাকুরেরা

সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে সরকারি চাকুরীজীবীদের সংখ্যা ১২ লাখ থেকে ১৫ লাখের মধ্যে। অর্থ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতায় সরকারি চাকরিজীবীর মোট পদ সংখ্যা ১২ লাখ ৪৬ হাজার। পাঁচ শতাংশ ইনক্রিমেন্টসহ তাদের বেতনভাতা বাবদ আগামী অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ থাকছে ৭৭,০০০ কোটি টাকা। কিন্তু মোট পদের মধ্যে দুই লাখ ৭০ হাজার পদ শূন্য থাকায় বেতনভাতা বাবদ বরাদ্দ পুরো অর্থ খরচ হবে না। এই অবস্থায় মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় আগামী অর্থবছরে নির্ধারিত ৫ বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের বাইরেও বেতন বৃদ্ধির সুবিধা পেতে পারেন সরকারি চাকরিজীবীরা। চলতি অর্থবছরের বাজেটে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতনভাতায় বরাদ্দ ছিল ৭৪,২৬৬ কোটি টাকা। খরচ না হওয়ায় সংশোধিত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দে এক হাজার ৯৩ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। তবে বাজেট তথ্যে সরকারি চাকুরীজীবীদের হিসাব কিছুটা ভিন্ন। ২০২২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রশাসনে মোট অনুমোদিত ১৯ লাখ ১৫১টি পদের বিপরীতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন ১৩ লাখ ৯৬ হাজার ৮১৮ জন। সরকারি চাকরিতে শূন্যপদের সংখ্যা ৪ লাখ ৮৯ হাজার ৯৭৬টি। এদিকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সর্বশেষ প্রকাশিত স্ট্যাটিসটিকস অব সিভিল অফিসার্স অ্যান্ড স্টাফস ২০২১ বইয়ের (জুন ২০২২ সালে প্রকাশিত) তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সরকারি কার্যালয়ের আওতায় সরকারি চাকরিজীবীর মোট সংখ্যা ছিল ১৫ লাখ ৫৪ হাজার ৯২৭ জন। পদ ফাঁকা ছিল তিন লাখ ৫৮ হাজার ১২৫টি। অন্যদিকে বেসরকারি চাকুরীজীবীদের মোট সংখ্যার সাম্প্রতিক কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে বেসরকারি খাত সংশ্লিষ্টদের দাবি এই সংখ্যা অবশ্যই সরকারি চাকুরীজীবীদের চাইতে কয়েকগুণ ছাড়িয়ে যাবে। এ কারণে একটি বড় গোষ্ঠীকে সুবিধা বঞ্চিত করে শুধুমাত্র সরকারি চাকরিজীবীদের প্রণোদনা দেয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ফজলুল হক। তিনি জানান, সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি শিল্প খাত জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, কাঁচামালের অনিয়মিত সরবরাহ, পণ্যের বিক্রি কমে যাওয়ার মতো নানা সমস্যায় ভুগছে।

সেন্টমার্টিন দ্বীপ নেয়ার বিষয়ে কখনোই কোন ধরনের আলোচনা হয়নি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর



# রাশিয়ায় ওয়াগনার গ্রুপ ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে, অস্ত্র সমর্পণের প্রক্রিয়া শুরু



**মস্কো (এজেন্সী) ঃ** মস্কোর সামরিক অধিনায়কদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল রাশিয়ার যে ভাড়াটে সেনাদল ওয়াগনার গ্রুপ, সেটি ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে ওয়াগনার গ্রুপের সেনাদের অস্ত্রশস্ত্র সামরিক বাহিনীর কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

এর আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছিলেন, ওয়াগনার গ্রুপের সদস্যরা চাইলে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারবেন, তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবেন, অথবা বেলারুসে যেতে পারবেন। মি. পুতিন বলেছেন ওয়াগনার সদস্যদের বেশিরভাগই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, কিন্তু তাদের বিভ্রান্ত করে অপরাধমূলক তৎপরতায় জড়ানো হয়েছিল।

এদিকে রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবি ঘোষণা করেছে তারা বিদ্রোহে জড়িত ওয়াগনার গ্রুপের সদস্যদের বিরুদ্ধে সব ধরণের অপরাধের অভিযোগ তুলে নিচ্ছে। সশস্ত্র বিদ্রোহে জড়িত থাকার অভিযোগে এদের বিচার করার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল।

এর আগে খবর আসে যে ওয়াগনার গ্রুপের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিন বেলারুসের রাজধানী মিনস্কে পৌঁছেছেন। মি. প্রিগোশিনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি জেট বিমান গ্রিনিচ মান সময় ৪টা ৩৭ মিনিটে মিনস্কে অবতরণ করে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ঐ বিমানে মি. প্রিগোশিন ছিলেন কিনা, তা বিবিসি নিশ্চিত হতে পারেনি।

এদিকে ক্রেমলিন বলছে ইয়েভগেনি প্রিগোশিন কোথায় আছেন সে বিষয়ে তাদের কাছে কোন তথ্য নেই।

বেলারুসের নেতা আলেক্সান্দার লুকাশেংকোও মি. প্রিগোশিন তার দেশে আছেন কিনা তা নিশ্চিত করেননি।

ওয়াগনার গ্রুপের বিদ্রোহের পর তাদের সঙ্গে ক্রেমলিনের যে সমঝোতা হয়, তার শর্ত অনুযায়ী মি. প্রিগোশিনকে বেলারুসে যেতে দেয়ার কথা ছিল।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, বিদ্রোহের অবসানের জন্য যে চুক্তি হয়েছিল, তা এখন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সবসময় তার দেয়া কথা রক্ষা করেছেন।

বিবিসির পূর্ব ইউরোপ সংবাদদাতা সারাহ রেইনসফোর্ড বলছেন, ওয়াগনার গ্রুপের সঙ্গে যেসব শর্তে সমঝোতা হয়েছিল সেগুলো এখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে এই গ্রুপটিকে ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, যে দেশে কেবলমাত্র ইউক্রেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে মুখ খোলার জন্য বহু বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে দীর্ঘ কারাভোগ করতে হচ্ছে, সেখানে ওয়াগনার গ্রুপের সঙ্গে এরকম আপসরফা বেশ অবাক হওয়ার মতো।

ওয়াগনার গ্রুপের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিন এবং তার গ্রুপের সেনারা রাশিয়ার একটি শহরই শুধু দখল করে নেয়নি, তারা সামরিক বহর নিয়ে মস্কোর পথে রওনা দিয়েছিল। যাওয়ার পথে তারা কয়েকটি রুশ সামরিক হেলিকপ্টার এবং একটি সামরিক বিমানও গুলি করে ফেলে দিয়েছিল।

সোমবার প্রেসিডেন্ট পুতিন যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি নিশ্চিত করেন যে ওয়াগনার গ্রুপের বিদ্রোহীদের হাতে রাশিয়ার কয়েকজন পাইলট নিহত হয়েছেন।

ওয়াগনার গ্রুপের বিদ্রোহীদের হাতে কোন কোন সামরিক বিমান ধ্বংস হয়েছে তা জানার চেষ্টা করছিল বিবিসি নিউজ রাশিয়া।

ওপেন সোর্সিং ব্যবহার করে বিবিসি নিউজ রাশিয়া জানতে পেরেছে, এর মধ্যে ছিল তিনটি মি৮ এমটিপিআর ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার হেলিকপ্টার, দুটি অ্যাটাক হেলিকপ্টার ¯ একটি কা৫২ এবং একটি মি৩৫। আর ছিল একটি সামরিক বিমান।

২৩ জুন লুহানস্কের কাছে আরও একটি সামরিক হেলিকপ্টার ধ্বংস হয় বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তবে এর বিস্তারিত জানা যায়নি।

এর আগে টেলিগ্রামে পোস্ট করা এক অডিও বার্তায় ওয়াগনার গ্রুপের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিন দাবি করেছিলেন যে, তাদের বিদ্রোহের সময় 'একজন সেনাও নিহত হয়নি।' তবে তাদের সৈন্যরা গুলি করে একটি সামরিক বিমান ফেলে দেয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ঐ রুশ সামরিক বিমানটি তাদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল।

# মুসলিম অধিকার প্রসঙ্গে ওবামার মন্তব্য নিয়ে ভারতে তীব্র বিতর্ক



**নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ** ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অধিকার নিয়ে এক মন্তব্যের জন্য ক্ষমতাসীন বিজেপির নেতারা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার তীব্র সমালোচনা করেছেন। গত সপ্তাহে মার্কিন টিভি নেটওয়ার্ক সিএনএনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বারাক ওবামা বলেন ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর অধিকার রক্ষা করা না হলে দেশটি ভেঙে যেতে পারে। গণতান্ত্রিক কিন্তু অসহিষ্ণু রাজনীতিকদের সাথে কেমন সম্পর্ক রাখা উচিৎ প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ¯ এমন একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারত সম্পর্কে ঐ মন্তব্য করেন মি. ওবামা।

ঐ সাক্ষাৎকার যখন প্রচার হয় তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যুক্তরাষ্ট্রে একটি রাষ্ট্রীয় সফর করছিলেন।

তিন দিনের সফরে প্রেসিডেন্ট বাইডেন তাকে হোয়াইট হাউজে জমকালো সম্বর্ধনা দেন, রাষ্ট্রীয় এক ডিনারে তাকে আপ্যায়ন করেন, এবং সেইসাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু চুক্তি সই করেন। সফরে, মি. মোদী মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ এক অধিবেশনে ভাষণও দেন।

সিএনএনএর ক্রিশ্চিয়ান আমানপোরের সাথে বারাক ওবামার ঐ সাক্ষাৎকারটি কংগ্রেসের যৌথ সভায় মি. মোদীর ভাষণের আগেই প্রচারিত হয়। ভারতেও ঐ সাক্ষাৎকারটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। মিজ আমানপোর নরেন্দ্র মোদীর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, তথাকথিত অসহিষ্ণু গণতান্ত্রিক রাজনীতিকরা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি তৈরি করছে। এ ধরণের নেতাদের সাথে একজন প্রেসিডেন্টের (আমেরিকান) কেমন আচরণ করা উচিৎ? মি. ওবামাকে প্রশ্ন করেন মিজ আমানপোর।

উত্তরের শুরুতে মি. ওবামা বলেন বিষয়টি খুবই জটিল। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তাকেও এমন সব মিত্রদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়েছিল যারা আদর্শ কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিনিধি ছিলেননা।

কিন্তু তারপরও, মি ওবামা বলেন, বিভিন্ন কারণে তাদের সাথে তাকে সুসম্পর্ক রাখতে হয়েছিল।

তবে মি. ওবামা বলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের উচিৎ উদ্বেগ তৈরি করছে এমন সব প্রবণতা বিষয়ে যখনই সুযোগ পাওয়া যাবে তখনই, প্রকাশ্যে এবং আড়ালে, মিত্রদেরও চ্যালেঞ্জ করা।

যদি প্রেসিডেন্ট (বাইডেন) প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাথে সাক্ষাৎ করেন, সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দেশে সংখ্যালঘু মুসলিমদের সুরক্ষার বিষয়টি তোলা তার উচিৎ। আমার সাথে কথা হলে আমি মি. মোদীকে ¯ যাকে আমি ভালো চিনি ¯ বলতাম আপনি যদি ভারতে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা না করেন, তাহলে খুবই সম্ভাবনা রয়েছে যে কোনো একটি সময়ে ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করবে, বলেন মি. ওবামা। তিনি বলেন, তেমন একটি পরিস্থিতি ভারতের স্বার্থের অনুকূল হবেনা। বারাক ওবামার এই মন্তব্যে ক্ষিপ্ত হয়েছে বিজেপি।

বিজেপি নেতা এবং ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারামান রোববার সাংবাদিকদের বলেন মি. ওবামার মন্তব্যে তিনি হতবাক হয়েছেন।

মি. মোদী যখন যুক্তরাষ্ট্রে সফরে গিয়ে পুরো ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কে কথা বলছেন সেসময় সাবেক একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ভারতের মুসলিমদের নিয়ে কথা বলছেন।

মিজ সিতারামান বলেন, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক চায় কিন্তু তারপরও ভারতে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা নিয়ে আমাদের কথা শুনতে হয়।

তিনি বলেন, মি. ওবামা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন সিরিয়া এবং ইয়েমেনের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে আমেরিকা বোমা হামলা করেছে। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ একজন মন্ত্রীর মুখ থেকে করা এই মন্তব্যের কোনো প্রতিক্রিয়া মি. ওবামা নিজে বা মার্কিন সরকার দেয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে তার সফরে মি. মোদী আমেরিকার ব্যবসায়ী নেতৃত্ব এবং প্রবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে উষ্ণ সম্বর্ধনা পেয়েছেন, যাদের মধ্যে মধ্যে সিলিকন ভ্যালির অনেক কোম্পানির প্রধান নির্বাহীরাও ছিলেন।

কিন্তু একইসাথে মি. মোদীর সফরের সময় তার হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভও হয়েছে।

তার সফরকালে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ৭৫ জন নেতৃস্থানীয় রাজনীতিক প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কাছে লেখা এক চিঠিতে মি. মোদীর কাছে ভারতে মানবাধিকারের ইস্যু উত্থাপনের অনুরোধ করেন। কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য ¯ যাদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস সদস্য আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ ¯ কংগ্রেসে মি. মোদীর ভাষণ বর্জন করেন।

মি. বাইডেনের সাথে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ভারতে মুসলিম এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে করা এক প্রশ্নের উত্তরে মি. মোদী বলেন, তার সরকারের আমলে ভারতে বৈষম্যের কোনো স্থান নেই।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্বের সবচেয়ে অর্থবহ সম্পর্ক বলে যে মন্তব্য মি. বাইডেন করেছেন তার সাথে ঐক্যমত্য প্রকাশ করে রোববার এই টুইট করেন মি .মোদী।

বারাক ওবামার সমালোচনা করে মিজ সিতারামন যেদিন মন্তব্য করেন তার আগের দিন বিজেপির এক মূখ্যমন্ত্রীর করা এক টুইট নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমান্ত বিশ্বাস শর্মা টুইট করেন, ভারতের ভেতরেই এমন অনেক হুসেইন ওবামা রয়েছে যাদের দেখে নিতে হবে।

মি. ওবামার মন্তব্য সম্পর্কে ভারতের একজন সাংবাদিক কিছুটা উপহাসের ছলে টুইট করেন যাতে তিনি লেখেন যে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে মন্তব্য করে ভারতীয়দের অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে একটি একটি মামলা করা যায় কিনা ! ঐ টুইটের প্রতিক্রিয়ায় মি. বিশ্বাস পাল্টা ঐ টুইট করেন।

মি. ওবামার পুরো নাম বারাক হুসেইন ওবামা।

হিমন্ত বিশ্বাস শর্মার ঐ মন্তব্যের সমালোচনা করে ভারতের কজন বিরোধী রাজনীতিক তার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরোক্ষ হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আশুতোষ ভারস্নে ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকাকে বলেন, মি. ওবামার নামের মাঝের অংশটি ব্যবহার করে মি. শর্মা কার্যত ইঙ্গিত করার চেষ্টা করেছেন যে ভারতে সংখ্যালঘু সম্পর্কে ঐ মন্তব্য করেছেন একজন মুসলিম। যদিও বারাক ওবামা ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করেননা।

তার টুইট নিয়ে এই বিতর্কের মাঝে মি. শর্মা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকাকে বলেছেন তার টুইট সম্পর্কে তার কোনো অনুশোচনা নেই, এবং তিনি যা বলেছেন তা ঠিকই বলেছেন।

# ঈদ আসার আগেই অস্থির বাংলাদেশের মসলার বাজার

**ঢাকা (এজেন্সী) ঃ** কুরবানির ঈদের আগে পশুর উর্ধ্বমূখী দামের মধ্যে এবার আগুন লেগেছে মসলার বাজারেও। বিশেষ করে গত বছরের ঈদের সাথে তুলনা করলে কিছু কিছু মসলার দাম দুই থেকে পাঁচ গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ভালো মানের জিরা ও আদার দাম।

জিরার দর মাসের ব্যবধানে বেড়েছে ২০ শতাংশের বেশি। এছাড়া রসুন, হলুদ, মরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচসহ অন্যান্য মসলার দামও চড়া। গত কয়েক মাস ধরেই মসলার বাজারে উর্ধ্বমূখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। রোববার ঢাকার বনানী কাঁচাবাজার ঘুরে এমন চিত্র পাওয়া গেছে। বর্তমানে পাইকারি বাজারে জিরা বিক্রি হচ্ছে ৮৮০ থেকে ৯৫০ টাকা কেজি দরে।

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি জিরার দাম হয়ে যাচ্ছে ৯০০ থেকে ১০০০ টাকা। অথচ ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্যমতে, ২০২২ সালের ২২শে জুন প্রতি কেজি জিরা সর্বনিম্ন ৩৮০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৪৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে জিরার দাম বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি।

দেশি ও আমদানি করা আদার পাইকারি দরও বেড়েছে কয়েক গুণ। বর্তমানে আমদানি করা আদা পাইকারি বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ২৮০ টাকা দরে। খুচরা বাজারে সেটি হয়ে যাচ্ছে ৩০০ থেকে ৩৩০ টাকার মতো।

দেশি আদারও বর্তমানে পাইকারি দর ৩৫০ টাকা কেজি এবং খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৪০০ টাকা কেজি দরে।

অন্যদিকে টিসিবির তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের এই সময়ে আমদানি করা আদা মান ভেদে কেজিপ্রতি ৬০ থেকে ১০০ টাকায় এবং দেশি আদা ১২০ থেকে ১৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

অর্থাৎ বছর ব্যবধানে আদার দাম তিন থেকে পাঁচগুণ বেড়েছে।

রসুনের দামও বাড়তি। আমদানি করা রসুন পাইকারি বাজারে কেজিপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা দরে, অন্যদিকে খুচরা বাজারে দাম ধরা হয়েছে ১৮০ টাকা কেজি। দেশি রসুনের পাইকারি দর কেজিপ্রতি ১২০ টাকা এবং খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১৬০ টাকায়। মান ভেদে কোন কোন রসুন ১৮০ টাকা কেজিও দাম হাঁকতে দেখা গিয়েছে।

এক বছর আগে টিসিবির হিসাবে দেশি রসুন বিক্রি হয়েছিল ১১০ থেকে ১৪০ টাকায়। এবং আমদানিকৃত রসুনের দাম ছিল কেজি প্রতি ৭০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে। অর্থাৎ ক্ষেত্রভেদে রসুনের দামও দ্বিগুণ বেড়েছে।

শুকনা লংকার ঝাল ছাড়িয়ে গিয়েছে এর দাম। ব্যবসায়ীরা জানান পাইকারি বাজারে আমদানি করা লাল লংকা ৪০০ থেকে ৪২০ টাকা কেজি দরে এবং খুচরা বাজারে লাল লংকা ৪৫০ থেকে ৪৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে দেশি লংকার পাইকারি দর ৩৮০ টাকা এবং খুচরা বাজারে ৪৩০ টাকা কেজিতে বিক্রি হতে দেখা যায়। অথচ এক বছর আগেও দেশি শুকনা লংকা বিক্রি হয়েছে ২২০ থেকে ২৭০ টাকায়। অন্যদিকে আমদানি করা শুকনা লংকার দাম পড়তো ৩২০ থেকে ৩৬০ টাকা। এখানে লংকার দামও বছর ব্যবধানে দ্বিগুণ বেড়েছে।

হলুদের দামও অনেকটা বেড়েছে। দেশি হলুদের কেজিপ্রতি পাইকারি দর ২৫০ টাকা এবং খুচরা দাম ৩০০ টাকা। অন্যদিকে আমদানি করা হলুদের পাইকারি দাম ২০০ টাকা এবং খুচরা দাম ২৩০ টাকা কেজি।

গত বছরের এই সময়ে দেশি হলুদের দাম ছিল ১৫০ থেকে ২৫০ টাকার মধ্যে এবং আমদানি করা হলুদের দাম ছিল আরও কম ১৬০ থেকে ২৪০ টাকার মধ্যে। সে হিসেবে হলুদের দামও দ্বিগুণের কাছাকাছি বেড়েছে।

সেইসাথে ধনে, লবঙ্গ, দারুচিনিসহ দাম বেড়েছে বেশ কিছু মশলার।

প্রতি কেজি দারুচিনি ৪৬০ থেকে ৫২০ টাকায়, লবঙ্গ ১৫০০ থেকে ১৬০০ টাকায়, ধনে ২৫০ থেকে ২৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। আর টিসিবির হিসাবে বছরখানেক আগে দারুচিনি ৪০০ থেকে ৪৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। লবঙ্গ ১১০০ থেকে ১২০০ টাকায় এবং ধনে ১৩০ থেকে ১৬০ টাকায়।

এদিকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হওয়ায় বাজারে আমদানিকৃত পেঁয়াজের দাম অনেকটাই নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। ভারতীয় পেঁয়াজ খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজিতে।

অন্যদিকে দেশি পেঁয়াজের দাম এখনও খুব একটা কমেনি। পাইকারি বাজারে ৬৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৭০ থেকে ৭৫ টাকা দরে। অথচ টিসিবির হিসাবে এক বছর আগে দেশি পেঁয়াজ ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছিল। সে হিসেবে দেশি পেঁয়াজের দাম ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেড়েছে।

তবে আমদানিকৃত পেঁয়াজের দাম গত বছরের চাইতে এবার কেজিতে অন্তত ১০ টাকা কমেছে।